বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৮-২০১৯

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ক্রমিক নং	সূচি	পৃষ্ঠা
০১.	সভা, সম্মেলন, সেমিনার ও কর্মশালা	১০-১৩
০২	সাধারণ শিক্ষা	১৪-১৯
০৩.	শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	২০-২৩
০৪.	উপবৃত্তি/ মেধাবৃত্তি/ প্রণোদনা	২৪-২৭
০৫.	বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ	২৮-২৯
০৬.	সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ, জাতীয় শিক্ষাসপ্তাহ, জাতীয় শিক্ষাসপ্তাহ ও স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচন	৩০-৩২
০৭.	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো	৩৩-৩৬
০৮.	গবেষনা ও প্রশিক্ষন	৩৭-৩৭
০৯.	প্রকাশনা	৩৮-৪৩
১০.	অবকাঠামো উন্নয়ন	৪৪-৫৬
১১.	সহশিক্ষা কার্যক্রম	৫৭-৫৮
১২.	অন্যান্য	৫৯-৬১

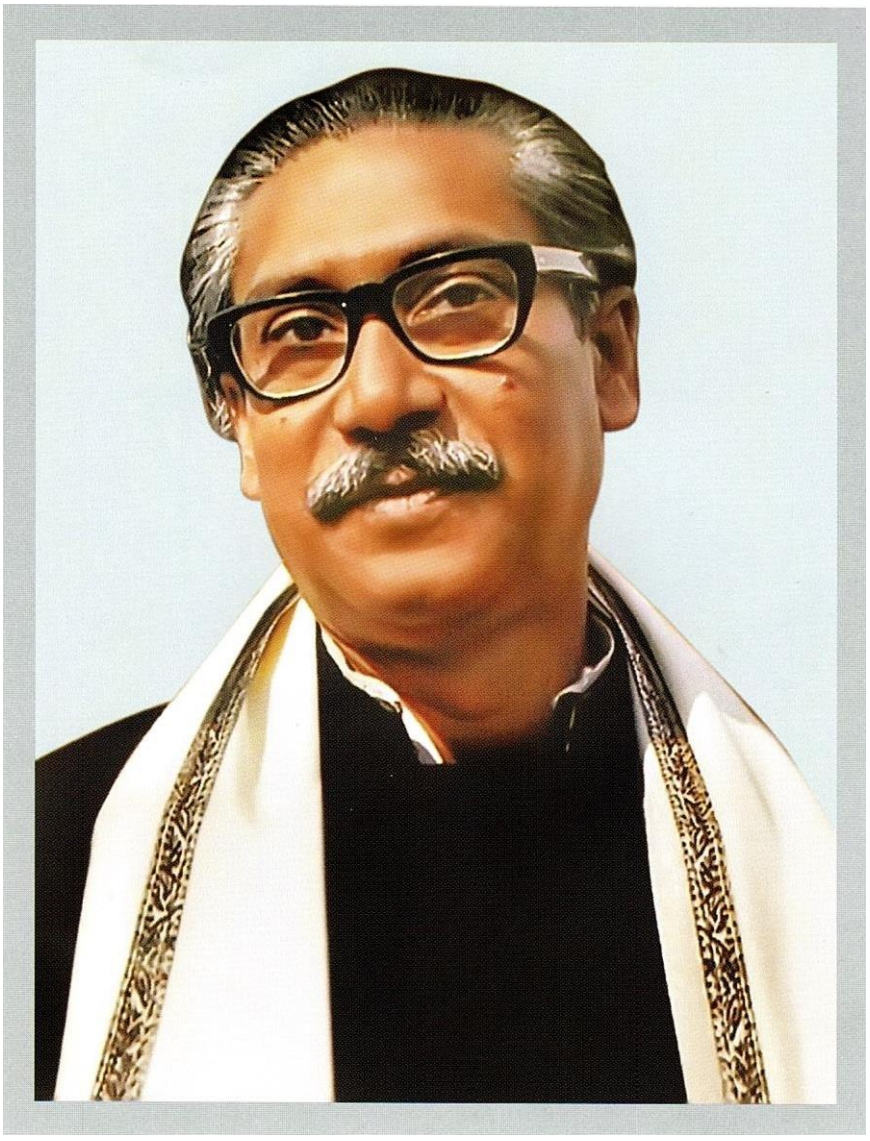

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বাণী
মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে। এর দৃশ্যমান প্রতিফলন আমরা লক্ষ্য করছি খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, গ্রামীণ অবকাঠামোসহ আর্থ-সামাজিক সকল ক্ষেত্রে। দেশের জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদে রূপান্তর করতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। এর আলোকে আমরা মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে চাই। এ লক্ষ্যেই সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিকতা, দূরদর্শী নেতৃত্বে আমরা অবশ্যই মানসম্মত শিক্ষা অর্জনে সক্ষম হবো।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে আমরা মহান স্বাধীনতা অর্জন করি। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ও লাখ শহীদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমরা কাজ করছি। এ লক্ষ্যে আমরা জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, দেশপ্রেমে উজ্জীবিত প্রজন্ম গড়ে তুলতে চাই। এ ধারাবাহিকতায় ২০২০ সালে আমরা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ পালন করব। এর আলোকে আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চালু করেছি 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধকে জানি' কার্যক্রম।

আমাদের মূল লক্ষ্য হলো- ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও দুর্নীতিমুক্ত, আধুনিক, উন্নত বাংলাদেশ। ২০১০ সাল হতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, উপবৃত্তি ও মেধাবৃত্তি প্রদান করছি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রেজিস্ট্রেশন, ভর্তিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন হচ্ছে। এছাড়াও কর্মমুখী, কারিগরি ও তথ্য-প্রযুক্তি শিক্ষায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ফলে, কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থীর হার বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের প্রতিটি উপজেলায় টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কোরিয়া, চীন, সিঙ্গাপুরসহ বিভিন্ন দেশে কারিগরি শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইসলামি মূল্যবোধ সমুন্নত রেখে মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ইসলামি-আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ও অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

আমাদের লক্ষ্য হলো- নতুন প্রজন্মকে বৈশ্বিক আবহে গড়ে তোলা। যাতে তারা শুধু শিক্ষিত হবে না, হবে কার্যকর উদ্যোক্তা। একইসাথে তারা হবে সৎ, নিষ্ঠাবান, নৈতিক মূল্যবোধে উন্নীত, দেশপ্রেমিক ও মনুষ্যত্ববোধে উন্নত মানুষ। জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ, সৃজনশীল মেধা অন্বেষণসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায়ে মেধাবী ও সৃজনশীল শিক্ষার্থী খুঁজে বের করে তাদের বিশেষ প্রণোদনা প্রদান ও বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ তৈরি করা হয়েছে। আমরা চাই গোটা জাতি সোনার বাংলাদেশ গঠনে জেগে উঠুক।

গবেষণা ও উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে হেকেপ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এ ছাড়াও বাস্তবায়নাধীন রয়েছে বিভিন্ন প্রকল্প। শিক্ষকদের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে প্রতিটি উপজেলায় একটি করে কলেজ ও স্কুল সরকারিকরণ করা হয়েছে। সরকারি কলেজ ও স্কুলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি প্রদান ও নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। আরও পদ সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় অনেক কাজ করেছে। এ অর্থবছরে সম্পাদিত কাজের বিবরণ সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। স্থানাভাবে অনেক বিষয়েরই এখানে উল্লেখ করা হয়নি। বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি এবং সম্পাদনার সংগে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

(ডা. দীপু মনি এম.পি.)

বাণী
উপমন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এখন আমাদের মূল লক্ষ্য। বিশ্ব এখন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের [4th Industrial Revolution]-র মুখোমুখি। এসব বিবেচনায় রেখেই আমরা শিক্ষাব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে সচেষ্ট। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। তাঁর দূরদর্শী ও আলোকিত নেতৃত্বে আমরা মানসম্মত শিক্ষা অর্জনে সক্ষম হবো বলে আমি বিশ্বাস করি।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংলা নির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন। এ স্বপ্নের শক্তিতে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা সে স্বপ্নের বাস্তবায়ন করতে প্রয়াসী। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর ভিত্তিতে এবং বৈশ্বিক বাস্তবতার আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মমুখী শিক্ষার গুরুত্ব বিবেচনায় কারিগরি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। অনেক কাজই এখন অনলাইনে সম্পন্ন হচ্ছে। কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বেড়েছে। উপবৃত্তি, মেধাবৃত্তিসহ বিভিন্ন প্রণোদনা থাকায় ঝরে পড়ার হার কাম্য পর্যায়ে এসেছে। জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ, সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে মেধাবী ও সৃজনশীল শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত ও বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়াও ইসলামি মূল্যবোধ সমুন্নত রেখে মাদরাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করা হয়েছে। শিক্ষকদের গবেষণা ও প্রশিক্ষণে বিভিন্ন উদ্যোগ ও প্রণোদনা চলমান রয়েছে এবং নতুনভাবে সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

আমাদের লক্ষ্য হলো- সমকালীন বিশ্বের চাহিদা এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকে নতুন প্রজন্মকে গড়ে তোলা। একবিংশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও দেশ গঠনে তাদের প্রস্তুত করা। যাতে তারা একইসাথে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারে যেমন দক্ষ হবে তেমনি হবে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। এ অর্থবছরে সম্পাদিত কর্মের তথ্য দিয়ে এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি এবং সম্পাদনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

(মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি.)

ভূমিকা

মানসম্মত শিক্ষা অর্জনে বর্তমান সরকার কাজ করে চলেছে। শিক্ষাসহ বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ নেতৃত্বে শিক্ষাক্ষেত্রে এ সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ ঘোষণা করেছিলেন। এরপর ঘোষণা করেছেন ডেল্টা পরিকল্পনা। এর পরিপ্রেক্ষিতে ‘জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০’ বাস্তবায়ন ও শিক্ষার মানোন্নয়নে আমরা দায়বদ্ধ। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য বাস্তবায়নের নেতৃত্বে রয়েছেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি. ও মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি.।

‘সোনার বাংলা’ নির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও মহান মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে শিক্ষার মানোন্নয়নের বিকল্প নেই। সুতরাং, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও দেশপ্রেমে নতুন প্রজন্মকে তৈরি করতে হবে। এ লক্ষ্য পূরণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়-মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ নিরলস কাজ করে চলেছে।

ইতোমধ্যে ঝরেপড়া হ্রাস, কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থী বৃদ্ধি, শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারসহ বিভিন্ন কর্মে শতভাগ সম্ভব না হলেও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণে আমরা সক্ষম হয়েছি। বিভিন্ন স্তরে অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হয়েছে। গবেষণা ও প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সমকালীন চাহিদা অনুযায়ী কারিকুলাম সংস্কার, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও মুদ্রণ করে ২০১০ সাল হতে বছরের প্রথম দিনে সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে। উপবৃত্তি, মেধাবৃত্তিসহ বিশেষ প্রণোদনা প্রদান ও অনলাইনে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সেবা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের স্বীয় মাতৃভাষায় পাঠ্যবই এবং দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ব্রেইল বই প্রদান করা হচ্ছে। সুবিধাবঞ্চিত এলাকার শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর বাস্তবায়িত কাজের বিবরণ এ বার্ষিক প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ সব তথ্য সকলের কাছে সমাদৃত হবে বলে আমি আশা করি। এ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি ও সম্পাদনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

(মো. সোহরাব হোসাইন)

সম্পাদকীয়

মানসম্মত শিক্ষা অর্জনে প্রয়োজন দক্ষ মানবসম্পদ। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং এর অধীন বিভিন্ন অধিদপ্তর, দপ্তর, সংস্থা যেসব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে তারই একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এ প্রতিবেদনে প্রকাশিত হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ ঘোষণা করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে শিক্ষাসহ বিভিন্নক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। বিশেষত শিক্ষার ইতিবাচক পরিবর্তন দেশের সার্বিক উন্নয়নে প্রভাব রাখছে। রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন এবং ২০৪১ এর মধ্যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। একইসাথে এসডিজি-৪ বাস্তবায়নে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। শিক্ষায় ইতোমধ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার, উদ্ভাবন ও জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বিশেষত শিক্ষায় আইসিটি-র ব্যবহার ও অনলাইন কার্যক্রমে আমরা যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছি। এছাড়াও সমকালীন বিশ্বের বাস্তবতা ও দেশের চাহিদা বিবেচনা করে শিক্ষাক্ষেত্রে নানামূখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

২০১০ সাল হতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে, সাধারণ শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য পাঠ্যপুস্তকের ই-বুক তৈরি ও এনসিটিবির ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করতে কারিকুলাম ও মূল্যায়ন ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে। ঝরে পড়ার হার কমানো ও শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রদান করা হচ্ছে বৃত্তি, উপবৃত্তি, মেধাবৃত্তি। ইতোমধ্যে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মিডডে মিল চালু করা হয়েছে। সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় শিক্ষা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়নে গবেষণায় প্রণোদনা ও বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যানবেইস এবং নায়েমসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

এ প্রতিবেদন প্রণয়নে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি., মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি. এবং এ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মো. সোহরাব হোসাইন প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশনা দিয়েছেন। এজন্য তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এ প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশে সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

(ড. অরুণা বিশ্বাস)
আহবায়ক, সম্পাদনা কমিটি
ও
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

সভা, সম্মেলন, সেমিনার ও কর্মশালা

- ২০১৯ সালের ৭ মার্চ ইউনেস্কোর ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টারভুক্ত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের ওপর এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডা. দীপু মনি এম.পি. মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও চেয়ারপার্সন, বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন, বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি.
- ২০১৯ সালের ৭ মার্চ শিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন উভয় বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ইউনেস্কো, ঢাকা অফিস ও বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন (বিএনসিইউ) এর যৌথ উদ্যোগে চলমান Capacity Development for Education (CapED) Programme in Bangladesh এর আওতায় গঠিত টেকনিক্যাল কমিটির তিনটি ও স্টিয়ারিং কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটি এবং অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত টেকনিক্যাল কমিটির সভায় Development of SDG4 Strategic Framework and Action Plan for Bangladesh এর কার্যক্রম তত্ত্বাবধান এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে কৌশলগত নির্দেশনা প্রদান করা হয়;
- শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে CAMPE ও UNESCO ঢাকার যৌথ আয়োজনে ও বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের তত্ত্বাবধানে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকায় ২০১৯ সালের ৬ই এপ্রিল SDG4 Strategic Framework for Bangladesh শীর্ষক জাতীয় পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব মো. আবুল কালাম আজাদ, প্রধান সমন্বয়ক, এসডিজি এফেয়ার্স, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়; বিশেষ অতিথি ছিলেন জনাব মো. সোহরাব হোসাইন, সিনিয়র সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ; জনাব মো. আলমগীর, সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ; জনাব মো. মনজুর হোসেন, ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন এবং সভাপতিত্ব করেন বেগম রাশেদা কে. চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালক, CAMPE এছাড়া বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংস্থার অংশীজন উপস্থিত ছিলেন।

- বিএনসিইউর সক্রিয় যোগাযোগ ও ব্যবস্থাপনায় সংস্কৃতি সংক্রান্ত World Heritage, Intangible Cultural Heritage, Diversity of Cultural Expressions সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কমিটির সভায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিবৃন্দ যোগদান করেছেন। এ ছাড়াও সংস্কৃতি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষে আয়োজিত আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কর্মশালা,সেমিনার ও সভায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেছেন;

- ২০১৭ সালে SDG-4 এর আনুষ্ঠানিক যাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে বিএনসিইউ ২০১৮ সালে বাংলাদেশে CapED প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য সহযোগীদের সাথে সভা আয়োজন করে। SDG-4 এর বাস্তবায়নে CapED প্রোগ্রামের কর্মসূচি ও কৌশলসমূহ বিবেচিত হয়।

- উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন প্রকল্প (হেকেপ)-এর ১০ বছরের অর্জন নিয়ে দিনব্যাপী জাতীয় কর্মশালা ২০১৮ সালের ২৬ ডিসেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব মো. সোহরাব হোসাইন।

কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউজিসির সদস্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইউসুফ আলী মোল্লা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) ড. মাহমুদ- উল হক এবং বিশ্ব ব্যাংক ঢাকার সিনিয়র অপারেশন্স অফিসার ড. মো. মোকলেছুর রহমান। হেকেপের প্রকল্প পরিচালক ড. গৌরাঙ্গ চন্দ্র মোহান্ত এনডিসি অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

- জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উদ্যোগে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কীর্তির ওপর এক স্মারক বক্তৃতা ২০১৮ সালের ১৬ আগস্ট অনুষ্ঠিত হয়। ইউজিসি চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল মান্নান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে স্মারক বক্তা হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান।

- ২০১৮ সালের ১২ সেপ্টেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের আয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) এর অডিটোরিয়ামে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি/পদোন্নয়ন এর অভিন্ন নীতিমালা বিষয়ক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, এম.পি.। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল মান্নান। কর্মশালায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

- প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর অর্থায়নে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে জেলা পর্যায়ে 'নারী শিক্ষা অব্যাহত ও নারীকে আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলার বিষয়ে করণীয়' শীর্ষক ১০টি এবং 'উপবৃত্তি বাস্তবায়ন' শীর্ষক ০৪টি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

- ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে নারী শিক্ষার প্রসার, বাল্যবিবাহ রোধে সচেতনতা তৈরি, শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সংক্রান্ত বাণী সম্বলিত ২০ হাজার পোস্টার ছাপানো হয়েছে। ট্রাস্টের ওপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র উন্নয়ন মেলা ২০১৮ তে প্রদর্শনসহ সারাদেশের সংশ্লিষ্ট অফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন বিগত ২০১৮ সালের অক্টোবরে প্রকাশিত হয়েছে;

- ২০১৯ সালের ২৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের যৌথ উদ্যোগে আন্তর্জাতিক শিক্ষা দিবস উপলক্ষে 'শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জনে শিক্ষার ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি.; বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. জাকির হোসেন এম.পি., মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি. শিক্ষা মন্ত্রণালয়; গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আলমগীর, সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ; জনাব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন, সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সভাপতিত্ব করেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মো. সোহরাব হোসাইন। টেকসই উন্নয়নের অন্যতম মূল অনুষংগ হচ্ছে শিক্ষা। তাই অন্যান্য লক্ষমাত্রাসমূহ সত্যিকারের অর্জনের জন্য শিক্ষা একটি বড় নিয়ামক। এ বিষয়টি সামনে রেখেই সারা বিশ্বব্যাপী উদযাপনের জন্য বিগত বছেরর জাতিসংঘ

সাধারন পরিষদের অধিবেশনে সর্বজনীন সিদ্ধান্তের আলোকে প্রতি বছর ২৪ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক শিক্ষা দিবস তথা International day of Education হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে।

ছবি ঃ আন্তর্জাতিক শিক্ষা দিবস-২০১৯ এর আলোচনা সভায় মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি.

- আইসেস্কোর সাধারণ পরিষদের ১৩তম সভা ২০১৮ সালের ১১-১২ অক্টোবর মরক্কো-র রাজধানী রাবাতে আইসেস্কোর সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়। এতে তৎকালীন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.র নেতৃত্বে তিন সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করেন।

- আইসেস্কোর সাধারণ পরিষদের ৩য় এক্সট্রা অর্ডিনারি সেশনের সভা ২০১৯ সালের ০৯-১০ মে সৌদি আরবের কিং আব্দুল আজিজ ইকোনমিক সিটিতে অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি.'র নেতৃত্বে তিন সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল এতে অংশগ্রহণ করেন। অন্যান্য সদস্যরা হলেন জনাব মো. সোহরাব হোসাইন, সিনিয়র সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন এবং জনাব মো. মনজুর হোসেন (অতিরিক্ত সচিব), ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন;

- সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SESIP)-এর আওতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষে কারিকুলাম, ই-লার্নিং, এমপিও বিতরণ, রিসোর্স টিচার, আইসিটিভিত্তিক শিক্ষা, পারফরমেন্স বেইজড ম্যানেজমেন্ট, প্রি-ভোকেশনাল ও ভোকেশনাল প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে ৯৬টি কর্মশালার মাধ্যমে ৭০২২ অংশীজনের মতামতের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

- (ইউজিসি)-এর উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক ২০১৭ প্রদান অনুষ্ঠান ২০১৮ সালের ২৫ জুলাই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে শিক্ষার্থীদের মাঝে পদক বিতরণ করেন। পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬৩ জন কৃতী শিক্ষার্থী প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক অর্জন করেন।

- ২০১৮ সালের ০৯ জুলাই ইউজিসি কর্তৃক দেশের তিনজন জাতীয় অধ্যাপককে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। তাঁরা হলেন: ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম, ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান ও অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ, এম.পি.। বিশেষ অতিথি ছিলেন এ বিভাগের সচিব মো. সোহরাব হোসাইন। সভাপতিত্ব করেন সাবেক ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান।

- ২০১৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর দেশের সেরা ৩৫ গবেষককে ইউজিসি-এর উদ্যোগে স্বর্ণপদক প্রদান অনুষ্ঠান সোনারগাঁও হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ গবেষকদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। এতে সাবেক শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি বিশেষ অতিথি ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সাবেক ইউজিসি চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল মান্নান। উল্লেখ্য, এই প্রথম এ প্রক্রিয়ায় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকায় ৩৩টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও ২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সহ মোট ৩৫টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল;

- ন্যাশনাল কারিকুলাম এন্ড টেক্সটবুক বোর্ড (এনসিটিবি)-এর উদ্যোগে এ অর্থবছরে মোট ৭৮টি সেমিনার ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এসব সেমিনার ও কর্মশালায় ২২১১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেছেন।

সাধারণ শিক্ষা

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরে ডাইনামিক ওয়েব সাইট চালু, ডিআইএ মোবাইল অ্যাপস, ইন্টারনেট সংযোগ, ল্যান ও ওয়াই ফাই জোন স্থাপন, কর্মকর্তা- কর্মচারিদের জন্য ডিজিটাল হাজিরা, ই-ফাইলিং চালু, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এবং সিটিজেন চার্টাসহ দাপ্তরিক সোস্যাল মিডিয়া চালু করা হয়েছে।

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩০৩৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা সম্পাদন করা হয়েছে । দাখিলকৃত প্রতিবেদনসমূহে বিধিবর্হিভূত ভাবে শিক্ষক কর্মচারিগণের গ্রহণকৃত- ১২,৭৬,৪৭,১৭৮/- এবং সনাক্তকৃত ২১৪টি জাল/ভূয়া সনদের মাধ্যমে গ্রহণকৃত- ৯,৮৪,২৫,৪৫৩/- টাকা, সর্বমোট- ২২,৬০,৭২,৬৩১/- (বাইশ কোটি সাট লক্ষ বাহাত্তর হাজার ছয় শত একত্তিশ) টাকা যা সরকারি কোষাগরে ফেরতের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ দেয়া হয়েছে;

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্পই-২০২১ ও SDG-4 এর সফল বাস্তবায়নে সুশিক্ষিত দক্ষ , মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান যাচাইয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের সরাসরি পরিচালনায় দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (প্রতিবছর) পিয়ার ইন্সপেকশন (Peer Inspection) কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম মনিটরিং এর আওতায় আসবে এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের লেখাপড়ার মান বৃদ্ধিসহ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে। Peer Inspection এর ফলে প্রায় ৩৭০০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বার্ষিক পরিদর্শন এর আওতায় আনা যাবে এবং Peer Inspection সংক্রান্ত প্রতিবেদন পাওয়া যাবে । উল্লেখ্য ,ঢাকা মহানগরীর ভিন্ন ধারার ০৫টি প্রতিষ্ঠানে এ সফটওয়্যারের পাইলটিং হয়েছে। ইতোমধ্যে এ সফটওয়্যারে ৩৬৬৯৫ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিবন্ধিত হয়েছে এবং ২৮৫৯৯ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রোফাইলিং সম্পন্ন করেছে।

    - প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ভিডিও কনফারেন্স-এর মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ডিআইএ-র পরিদর্শন ও নিরীক্ষা কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে ১১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনলাইন গণশুনানী গ্রহণ করা হয়েছে।

    - প্রতিটি উপজেলায় একটি করে বেসরকারি কলেজ সরকারিকরণের লক্ষ্য জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি পাওয়া ৩০৩টি বেসরকারি কলেজ সরকারিকরণের গেজেট শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রকাশিত হয়েছে। এসব কলেজের পরিদর্শন প্রতিবেদন ও ডিড অফ গিফট মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর হতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে ৫৩টি কলেজের পদসৃজনের প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ৩৩২টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণ করা হয়েছে।

    - ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৩৫তম বি.সি.এস লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদের জন্য সুপারিশপ্রাপ্ত নয় এমন ৬০৬ জনের পুলিশ ভেরিফিকেশন এবং ৩৬তম বি.সি.এস এর মাধ্যমে ৩৩৪ জনকে সরকারি মাধ্যমিক স্কুলের সহকারি শিক্ষক হিসেবে পদায়ন করা

হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে বিশেষ বি.সি.এসের মাধ্যমে ১৩৭৮ জনকে (বিষয়ভিত্তিক) সরকারি মাধ্যমিক স্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের পদায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হতে সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে ১৯৮ জন, সহকারী প্রধান শিক্ষিকা পদে ১৭৩ জন এবং সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার ৫২ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে;

- ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সহযোগী হতে অধ্যাপক পর্যায়ে ৪১১ জন, সহকারী অধ্যাপক হতে সহযোগী অধ্যাপক পর্যায়ে ৫৭৪ জন এবং প্রভাষক হতে সহকারী অধ্যাপক পর্যায়ে ৬৩৪ জন বি.সি.এস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে;

- এছাড়া ৩৬তম বি.সি.এস এর মাধ্যমে নিয়োগকৃত ৯৭০ জন এবং ৩৬ তম বি.সি.এস এর মাধ্যমে নিয়োগকৃত ১৯১ জন কে কলেজে পদায়ন করা হয়েছে;

- মাউশি অধিদপ্তরের প্রস্তাব অনুযায়ী উন্নয়ন বাজেটের আওতায় প্রতিষ্ঠিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন শাখার জন্য ০৯টি পদ সৃজন করা হয়েছে;

- সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ) এর আওতায় ১৫৬ জন ১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা এবং ২২ জন ৩য় শ্রেণির কর্মকর্তা নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে;

- ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে নিয়োগ প্রাপ্ত বেসরকারি স্কুলের ১৩,৭৮৭ জন শিক্ষক ও ২,১১৩ জন কর্মচারী এবং কলেজ পর্যায়ের ৫,২৪১ জন শিক্ষক ও ৪৬৪ জন কর্মচারীকে এম.পিও প্রদান করা হয়েছে;

- আন্ডারসার্ভড এলাকায় স্থাপিত ১৬টি বিদ্যালয়ের ৭০জন শিক্ষক-কর্মচারীকে বেতন-ভাতা সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। সুবিধা বঞ্চিত এলাকার প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণের লক্ষ্যে সেসিপ-এর আওতায় ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে ১ হাজার রিসোর্স টিচার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

ছবি : আন্ডারসার্ভস এলাকার বিদ্যালয়সমূহের জন্য নিয়োগকৃত রিসোর্স টিচারদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম

- Secondary Education Sector Investment Program (SESIP) এর আওতায় ১৪৮৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

- কৃতিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রাতিষ্ঠানিক স্ব-মূল্যায়ন **(ISAS)** প্রতিবেদন ২০১৮ এ ২০১৮ সনে ১৮৩৮৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক চিত্র (ভৌত অবকাঠামো, প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্ব, শিক্ষকের পেশাদারিত্ব, শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব, সুপেয় পানীয় জল এবং টয়লেট সুবিধা, সহশিক্ষা কার্যক্রম) পরিস্ফুটিত হয়েছে;

- সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম-এর আওতায় শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন, পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার, ধারাবাহিক শিক্ষার্থী মূল্যায়ন, ব্যবস্থাপনার বিকেন্দ্রীকরণসহ নানামুখী সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। সেসিপ-এর আওতায় ইতোমধ্যে নিম্নবর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ নীতি-কৌশলগত দলিল প্রণীত হয়েছে;

- শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, উন্নয়ন ও পরিমার্জনের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নীতিমালার বিবরণ সমন্বিত National Curriculum PolicyFram work (NCPF) প্রণীত হয়েছে;
- মাধ্যমিক পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ভিন্ন ভিন্ন হার ও নীতিমালা অনুসরণ করে চলমান উপবৃত্তি কর্মসূচিগুলোকে একটি সমন্বিত কাঠামোর মধ্যে আনয়নের লক্ষ্য বিস্তারিত গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে Harmonized Stipend Program (HSP) এর একটি নীতিমালা প্রণীত হয়েছে;

- সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে আলোচনাক্রমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্মাণ কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নীতিমালার বিবরণ সম্বলিত একটি খসড়া Education Institution Construction Policy Guideline (EICPG) প্রণীত হয়েছে;

- মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থী মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক গবেষণা পরিচালনা এবং সুবিধাভোগীদের দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য একটি স্থায়ী সংস্থা হিসেবে National Evaluation and Assessment Center (NEAC) প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত ধারণাপত্র প্রস্তুত করা হয়েছে।

- মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকগণের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Secondary Teacher Development Policy (STDP)-এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে;

- ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত তারিখে পঞ্চদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় ৭,৪০,৪১৬ জন অংশগ্রহণ করে ১,৫২,০০০ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন;

- এনটিআরসিএ কর্তৃক পরিচালিত একটি বিশেষ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষাসহ মোট ১৪টি নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সনদধারীদের নিকট থেকে ১৯ ডিসেম্বর ২০১৮ হতে ০২ জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন (e-Application) গ্রহণ করা হয় এবং ২০১৯ সালের ২৪ জানুয়ারি ৩১,৬৬৫ জন প্রার্থীকে নিয়োগ প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হয়;

- কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে NTRCA প্রতি অর্থবছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে APA বাস্তবায়ন করে আসছে। এর ফলে দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ সম্ভব হচ্ছে। একটি জাতীয় শিক্ষামান নির্ধারণ করে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষক চাহিদা পূরণপূর্বক প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে এবং দক্ষ ও মান সম্মত শিক্ষক নিয়োগ সম্পন্ন করা হচ্ছে। APA এর ফল স্বরূপ:
    ১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের শূন্যপদ পূরণের হার বৃদ্ধি
    ২. কর্মরত শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি
    ৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

- এনটিআরসিএ'র বিরুদ্ধে মাননীয় হাইকোর্ট ডিভিশনের রুজুকৃত রিট মামলাসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষে আইন উপদেষ্টা ও প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ প্রদান করা হয়;

- মাননীয় হাইকোর্ট ডিভিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী সমগ্র দেশের বেসরকারি শিক্ষকদের শূন্য পদের তথ্য সংগ্রহ করা হয়।
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষে কর্মকর্তা/কর্মচারিদের সমন্বয়ে আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়।

- এনটিআরসিএ কর্তৃক শুদ্ধাচার কৌশল পুরষ্কার প্রদানের অংশ হিসেবে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে কাজের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ বিবেচনায় ০১ জন কর্মকর্তা ও ০১ জন কর্মচারীকে ০১(এক) মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ পুরষ্কার হিসেবে প্রদান করা হয়।

- এনটিআরসিএ'র কর্মকর্তা/কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়।

- ইনোভেশন টিম গঠন এবং সভা অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রণালয়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে যথাসময়ে তথ্য সরবরাহ করা হয়।

- NTSC গঠনের প্রাথমিক কার্যক্রমে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়-কে সহযোগিতা প্রদান করা হয়|

- NTRCA-কে NTSC-তে রূপান্তরের লক্ষ্যে ২ (দুই) টি উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে-
  ক. আইন ও বিধি প্রণয়ন সংক্রান্ত উপকমিটি;
  খ. NTSC গঠন(অর্গানোগ্রাম ও লজিস্টিক সাপোর্ট) উপ-কমিটি।

- সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা স্বচ্ছ, গতিশীল ও জনবান্ধব করার লক্ষে মাউশি'র আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানের বাজেট প্রণয়ন ও বরাদ্দ iBAS++ এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ১২৪২০,৪৬,৯১,০০০ (বার হাজার চারশত বিশ কোটি ছিচল্লিশ লক্ষ একানব্বই হাজার) টাকা বাজেট বরাদ্দ পাওয়া যায়। প্রাপ্ত বাজেটের মধ্য থেকে ২৮৯৪,৮৪,০৬,০০০ (দুই হাজার আটশত চুরানব্বই কোটি চুরাশি লক্ষ ছয় হাজার) টাকা মাউশির আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের ১২৩৯টি (প্রধান কার্যালয় ০১টি, আঞ্চলিক শিক্ষা অফিসসমূহ ০৯টি, জেলা শিক্ষা অফিসসমূহ ৬৪টি, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসসমূহ ৪৯২টি, সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজসমূহ ১৪টি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহ ০৫টি, সরকারি মহাবিদ্যালয়সমূহ ৩০৬টি এবং সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ ৩৪৮টি) সরকারি প্রতিষ্ঠানে বিস্তারিত অর্থনৈতিক কোডে বিভাজনপূর্বক বিতরণ করা হয় এবং ১৮৫৬২ টি এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের (বেসরকারি মহাবিদ্যালয় ২৩৬৫টি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৬১৯৭টি) ৮৯৭৩,৩২,৭৬,০০০ (আট হাজার নয়শত তিয়াত্তর কোটি বত্রিশ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার) টাকা এবং জুনিয়র স্কুল সমাপনী পরীক্ষা বাবদ ১২০,০০,০০,০০০ (একশত বিশ কোটি) টাকা এককালীন ছাড় করা হয়;

- সেসিপ-এর ট্রান্স- ২ এর আওতায় ১০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম (জিডি-৩৯) সরবরাহের লক্ষ্যে ক্রয়কৃত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ওয়্যারহাউসে পরিদর্শনাধীন। এ কর্মসূচির আওতায় বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম সংরক্ষণের জন্য খুলনা অঞ্চলের ২৭০০টি, ময়মনসিংহ অঞ্চলের ২৫০৫টি, রাজশাহী অঞ্চলের ৩০৪৯টি, চট্টগ্রাম অঞ্চলের ১৬৫৪টি, রংপুর অঞ্চলের ২৮৬২টি এবং বরিশাল অঞ্চলের ২০৭১টি সর্বমোট ১৪,৮৪১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাইন্স ক্লাসরুম ফার্নিচার (স্টীলের আলমারি ও কাঠের শেলফ) সরবরাহ করা হয়েছে;
- টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট (টি.কিউ.আই.-২) ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট-এর আওতায় শিক্ষক প্রশিক্ষণের আদর্শমান নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার কার্যক্রমের আওতায় NTEC গঠন করে তা কার্যকর করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে NTEC'র সাংগঠনিক কাঠামো ও আইনের খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে;

- টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট-২ (টি.কিউ.আই.-২) ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট প্রকল্পের আওতায় ১ম পর্যায়ে ০৯টি এবং ২য় পর্যায়ে ৬টি আইডিএফ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়াও ৩য় পর্যায়ে ৫টি আইডিএফ প্রকল্প চলমান রয়েছে।

- ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট এর উদ্যোগে ২০,৮২৪ জন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মচারীকে ৭৭৩ কোটি ৭০ লক্ষ ১২ হাজার ৫৩৫ টাকা প্রদান করা হয়;

- ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে যথানিয়মে ১৭,৪৯৭ জন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মচারীকে ৫৯০ কোটি ১৮ লক্ষ ৩৫ হাজার ১৭৩ টাকা প্রদান করা হয়।

- ২০১৯ সালে পবিত্র হজ্ব গমনেচ্ছু ৭২১ জন শিক্ষক কর্মচারীকে ৪১ কোটি ৮৫ লক্ষ ৬৭ হাজার ৯১১ টাকা এবং মুক্তিযোদ্ধা, অসুস্থ, প্রয়াত ও কন্যাদায়গ্রস্ত ২,৬০৬ জন শিক্ষক কর্মচারীকে ১৪১ কোটি ৬৬ লক্ষ ০৯ হাজার ৪৫১ টাকা প্রদান করা হয়।

১) অবসর সুবিধা বোর্ড থেকে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ২৫ হাজার ৪ শত ৮২ জন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের ১হাজার ৬৫কোটি ৭৩ লক্ষ ৮৭ হাজার ৮শত ২৪ টাকা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে-সাধারণ ক্যাটাগরিতে ২৩,৩৮৭জন শিক্ষক-কর্মচারীকে ৯৬৯কোটি ৭৫লক্ষ ৪৬হাজার ৮টাকা প্রদান করা হয়েছে;

২) ২০১৯ সালের ৫মে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা উপমন্ত্রী মহোদয় হজ্বে গমনেচ্ছু শিক্ষক-কর্মচারীদেরকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনলাইনে তাদের অবসর সুবিধার অর্থ প্রেরণ করেন;

৩) অবসর সুবিধা বোর্ডে জমাকৃত আবেদন দ্রুত নিস্পত্তির জন্য ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশেষ বরাদ্দ হিসাবে ৫৪২কোটি টাকা প্রদান করেন;

শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

- মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রমে আইসিটি'র ব্যবহার বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে ৬৪টি জেলায় মোট ৭১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি লার্নিং সেন্টার স্থাপন সেসিপ-এর একটি অন্যতম কর্মসূচি। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৬৪০ প্রতিষ্ঠানে ২১টি করে ল্যাপটপসহ সার্ভার ও অন্যান্য সরঞ্জাম স্থাপন করা হয়েছে। এ আইসিটি লার্নিং সেন্টারসমূহে সেসিপ-এর আওতায় প্রস্তুতকৃত ই-লার্নিং ম্যাটেরিয়াল ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পাঠ গ্রহণ করছে। এ লক্ষ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৮৪,১১,৩৩,৫৫৩.০২ টাকা ব্যয়ে দেশব্যাপী ৩৭০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ILC (ICT Learning Centre) স্থাপন করা হয়েছে।

ছবি: সেসিপ-এর আওতায় স্থাপিত আইসিটি লার্নিং সেন্টার পরিচালনা বিষয়ক কর্মশালা, উদয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বরিশাল

২য় সংশোধিত ডিপিপি'র আওতায় আরো ৭০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি লার্নিং সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বর্ণিত ৭০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবকাঠামো সংস্কারের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৬২টি প্রতিষ্ঠানের জন্য ওয়ার্ক অর্ডার প্রদান করা হয়েছে।

- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের EMIS Upgradation এর লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত নতুন সিস্টেমে Data Migration সম্পন্ন হয়েছে। Alfa (Technical)Testing সম্পন্ন হয়েছে। User Acceptance Test চলমান রয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে EMIS Software-এ Oracle Database License with necessary security options ইনস্টল করা হয়েছে।EMIS -সেল এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণও সম্পন্ন হয়েছে;

- আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তৃণমূলে ই-সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১২৫টি উপজেলায় আইসিটি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন (**UITRCE**) স্থাপন করা হয়েছে। ২০১৮ পর্যন্ত উক্ত ১২৫ টি **UITRCE** এ প্রায় দেড় লক্ষ শিক্ষককে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে উপজেলা আইসিটি এন্ড রিসোস সেন্টার (**UITRCE**) এর মাধ্যমে ২৫০৮০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ছবি: ১২৫ টি **UITRCE**এর শুভ উদ্বোধন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরের শিক্ষা ডিরেক্টরি হালনাগাদ করা হয়েছে;

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যানবেইস ডকুমেন্টেশন সেন্টার প্রায় ১০৫০০ সংবাদ স্ক্যান ও সার্চএবল পিডিএফ গ্রিনস্টোন সফ্টওয়্যারে ই-পেপার ক্লিপিংস আকারে ওয়েব এনাবেল করা হয়েছে। ফলে পাঠকগণ বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকে শিক্ষা বিষয়ক সংবাদ বিনামূল্যে সংগ্রহ করতে পারছেন;

- ব্যানবেইস ডিজিটাল লাইব্রেরিতে এর নিজস্ব প্রকাশনাসহ মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা ওয়েব এনাবেল করা হয়েছে। যার মাধ্যমে যে কোন ব্যবহারকারী অতি সহজে কাঙ্ক্ষিত তথ্য পেতে পারেন। এছাড়াও Koha-Greenstone Integrated Library Management System এর মাধ্যমে শিক্ষা সেক্টরের ১৩টি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে ব্যানবেইস সার্ভারের সাথে লিংক প্রদান করা হয়েছে। এর আওতায় বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন(বিএনসিইউ) গ্রন্থাগার অটোমেশন হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই নিয়ে লাইব্রেরিতে একটি আকর্ষণীয় বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।

- সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ICT for Pedagogy কার্যক্রম :

আইসিটি লার্নিং সেন্টারে ব্যবহারের জন্য ই-লার্নিং মেটারিয়ালস্ প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রতিটি লার্নিং সেন্টারে ২১টি করে ল্যাপটপ এবং একটি বড় মনিটর থাকবে। ল্যাপটপগুলো সার্ভারের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকবে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রণীত ও প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক নির্দেশিকার আলোকে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির জন্য ছয়টি বিষয়ের ওপর ই-লার্নিং মডিউল তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। ছয়টি বিষয় হলো :(১) বাংলা, (২) ইংরেজি, (৩) গণিত, (৪) বিজ্ঞান, (৫) বাংলাদেশ ও গ্লোবাল স্টাডিজ ও (৬) আইসিটি;

ছবি : ই-লার্ণিং মডিউল প্রস্তুতি বিষয়ে কর্মশালা, আরডিএ, বগুড়া

- টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্টে-২ (টিকিউআই-২) ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট ((TQI-II))-এর আওতায় এনসিটিবি কর্তৃক প্রণীত ৬ষ্ঠ শ্রেণির ১৬টি পাঠ্যপুস্তককে ইন্টারেকটিভ ডিজিটাল টেক্সট বুকে রূপান্তর এবং তা এনসিটিবির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে;

এনটিআরসিএ কর্তৃক নিবন্ধন পরীক্ষার্থীদের যাবতীয় তথ্য ডাটাবেইজে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। Data Automation এর মাধ্যমে ভেন্যু List, Roll Generate ও ছবিসহ স্বাক্ষরলিপি প্রস্তুত করা হয়েছে;

১. বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষাসমূহে প্রার্থীদের আবেদনপত্র পূরণ, ফি জমাকরণ, প্রবেশপত্র প্রদান করা হয়েছে ;

২. বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ছবিসহ ফলাফল Online-এ প্রকাশ করা হয়েছে;

৩.Online-এর মাধ্যমে শিক্ষক Recruitment পদ্ধতি চালু করা হয়েছে;

৪. মোবাইলে SMS-এর মাধ্যমে প্রার্থীদের পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য প্রদান এবং মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডের চেয়ারম্যান, এবং বিষয় বিশেষজ্ঞগণকে পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট তথ্য অবগতকরণ করা হয়েছে ;

৫. উত্তীর্ণ প্রার্থীদের Barcode সম্বলিত সনদ বিতরণ। যার ফলে নকল ও জালিয়াতি রোধ করা সম্ভব হচ্ছে।

৬. e-GP এর মাধ্যমে এনটিআরসিএ'র ক্রয়কার্য সম্পন করা হয়েছে ;

৭. এনটিআরসিএ'র ওয়েবসাইটে সিটিজেন চার্টার প্রকাশ করা হয়েছে ;

৮. এনটিআরসিএ কার্যালয়ে Digital Attendance চালু করা হয়েছে ;

৯. মোবাইলে SMS এর মাধ্যমে DEO, USEO, প্রতিষ্ঠান প্রধান, সভাপতিগণকে তথ্য প্রদানের জন্য অবহিত করা হয়েছে |

- দেশের সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষা) অনলাইনে এনটিআরসিএতে রেজিস্টেশন সম্পন্ন করেছে;

- বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (NTRCA) দ্বিতীয় বারের মত দেশের সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও কারিগরি) শূন্য পদের বিপরীতে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে;

- ২৬ আগস্ট ২০১৮ হতে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনলাইনে শূন্য পদের চাহিদা গ্রহণ করা হয় এবং উক্ত সময় পর্যন্ত ১৫,১৮৬ টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে মোট **৩৯,৫৩৫টি** শূন্য পদের জন্য চাহিদা পাওয়া যায়, যার সমন্বিত তালিকার e-Advertisement এনটিআরসিএ'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়;

- চাহিদাকৃত পদসমূহের বিপরীতে আবেদনের জন্য ১৯ ডিসেম্বর ২০১৮ হতে ০২ জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত এনটিআরসিএ পরিচালিত একটি বিশেষ পরীক্ষাসহ মোট ১৪টি নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সনদধারীদের নিকট থেকে অনলাইনে আবেদন (e-Application) গ্রহণ করা হয়;

- **২৫,৭৯,১৯৬টি** আবেদনের বিপরীতে যথাযথ শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন ও নিবন্ধন সনদধারী আবেদনকারীদের মধ্য হতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মহিলা কোটা পূরণ সাপেক্ষে সম্মিলিত জাতীয় মেধাতালিকায় **৩১,৬৬৫ জন** প্রার্থীকে নিয়োগ প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে;

- ২০১৬ সালের সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) পদে (আদালতে নিষেধাজ্ঞার কারণে মামলা শেষ করে) **১০ জানুয়ারি ২০১৯** তারিখে **১০৯৫ জন** প্রার্থীকে যথাযথ শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন ও নিবন্ধন সনদধারী এবং মহিলা কোটা পূরণ সাপেক্ষে উপজেলা, জেলা ও বিভাগে করে সর্বোচ্চ মেধাধারীকে নিয়োগ প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে;
- এনটিআরসিএ কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত ২০ টি নতুন বিষয়ের সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়;

- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ ও কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ হতে সর্বশেষ জারিকৃত MPO নীতিমালা অনুযায়ী পঞ্চদশ ও ষোড়শ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তিতে বিভিন্ন পদের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতার অংশটি হালনাগাদ করা হয়েছে;

- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদের তথ্য সংশ্লিষ্ট জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে যাচাইপূর্বক এনটিআরসিএ'র নিকট প্রেরণ করেছে। উক্ত শূন্য পদের তালিকার ভিত্তিতে ২০১৯ সালের শেষের দিক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এন্ট্রি লেভেলে শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করা হবে। এতদসংক্রান্ত পত্র গত ৩০ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)/কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর/ মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

উপবৃত্তি/ মেধাবৃত্তি/ প্রণোদনা

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি, ঝরে পড়া এবং বাল্য বিবাহ রোধ ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তাসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান করছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে উপবৃত্তি সংশ্লিষ্ট ৩টি প্রকল্পের মাধ্যমে নির্বাচিত ২৪ লাখ ৫১ হাজার ১৮৫ জন শিক্ষার্থীর মাঝে (ছাত্র- ৮৩২৯৪৫+ ছাত্রী-১৬১৮২৪০) ৪৮০ কোটি ৫৩ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা (ছাত্র- ১৫৪৮৪.৮২ লক্ষ + ছাত্রী-৩২৫৬৮.৪৯ লক্ষ) বিতরণ করা হয়েছে;

- মাধ্যমিক স্তরের দুটি উপবৃত্তি সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রাপ্ত ১৮ লাখ ২৫ হাজার ১৮৫ জন শিক্ষার্থীর (ছাত্র-৭০৭৯৪৫+ ছাত্রী-১১১৭২৪০) মাঝে ৩১৩ কোটি ৯২ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা (ছাত্র-১২১৫২.৬১ লক্ষ +ছাত্রী-১৯২৩৯.৬৩ লক্ষ) বিতরণ করা হয়েছে;
  ক) মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রকল্পের মাধ্যমে ছাত্র-৬০১০০৮+ ছাত্রী-৯১৫৩০১= ১৫১৬৩০৯ জন শিক্ষার্থীর মাঝে এবং ছাত্র-১০১৩৮.৬১ লক্ষ +ছাত্রী-১৫৪৩৫.৬৩ লক্ষ =২৫৫৭৪.২৪ লক্ষ টাকা বিতরন করা হয়েছে।
  খ) সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামের মাধ্যমে ছাত্র-১০৬৯৩৭+ ছাত্রী-২০১৯৩৯= ৩০৮৮৭৬ জন শিক্ষার্থীর মাঝে এবং (ছাত্র-২০১৪.০০লক্ষ +ছাত্রী-৩৮০৪.০০ লক্ষ = ৫৮১৯.০০ লক্ষ টাকা বিতরন করা হয়েছে।

- উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের উপবৃত্তি প্রাপ্ত ৬ লক্ষ ২৬ হাজার (ছাত্র- ১,২৫,০০০+ ছাত্রী-৫০১০০০) শিক্ষার্থীর মাঝে ১৬৬ কোটি ৬১ লক্ষ ০৭ হাজার (ছাত্র-৩৩৩২.২১লক্ষ + ছাত্রী-১৩৩২৮.৮৬লক্ষ) টাকা বিতরণ করেছে।

এ ছাড়াও উপবৃত্তি সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য সচেতনতামূলক কর্মশালা এবং মা সমাবেশের আয়োজনের মাধ্যমে নারী শিক্ষার ওপর গুরুত্বসহ শিক্ষার বিভিন্ন ইতিবাচক দিকসমূহ তুলে ধরা হয়।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে-

ক) উচ্চ মাধ্যমিক উপবৃত্তি প্রকল্পের মাধ্যমে নির্বাচিত ৩০টি উপজেলায় উপবৃত্তিপ্রাপ্ত ৬০০ জন শিক্ষার্থীকে ১ কোটি ৯৮ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা ব্যয়ে ড্রেস মেকিং, মোবাইল সার্ভিসিং, কম্পিউটার ডাটা এন্ট্রি, বিউটিফিকেশন এবং ডিজিটাল ব্লক অ্যান্ড ডিসপ্লে মেকিং ইত্যাদি ট্রেডে ৯০ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

মেধাবৃত্তি

প্রাথমিক হতে স্নাতকোত্তর শ্রেণি পর্যন্ত মেধা ও সাধারণ বৃত্তি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, উপজাতীয় উপবৃত্তি, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, প্রতিবন্ধী (দৃষ্টি ও অটিস্টিক ব্যতীত) ও অটিস্টিক উপবৃত্তি এবং পেশামূলক উপবৃত্তি বিষয়ক তিনটি ক্যাটাগরিতে বিভিন্ন মেয়াদে মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়। উক্ত মেধাবৃত্তির আওতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের ২ লক্ষ ২১ হাজার ৩৫৯ জন শিক্ষার্থীকে ২১৯ কোটি ৪০ লক্ষ ১ হাজার ৭০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। নিম্নে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও টাকার পরিমাণ উল্লেখ করা হলো :

	বৃত্তির ধরন	বৃত্তির সংখ্যা	পরিমান (টাকা)
মেধা/সাধারণ	পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে বৃত্তি (৬ষ্ঠ হতে স্নাতকোত্তর শ্রেণি পর্যন্ত মেধা ও সাধারণ বৃত্তি)	২০৩৬৩৪	২১১০৮৮৮২০০
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, উপজাতীয় উপবৃত্তি	খ্রিস্টান	৪০৫	৯২২৫০০
	বৌদ্ধ	৬৭০	১৫৩৩০০০
	তফসিলী (হিন্দু)	৬২২৫	১৩৪৭৭৫০০
	সশস্ত্র বাহিনী	৬৬০	১৫৩০০০০
	উপজাতীয় (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী)	৮০০	১৯৩৫০০০
	দৃষ্টি প্রতিবন্ধী	৮৫০	৬৬৬০০০০
	প্রতিবন্ধী (দৃষ্টি ও অটিস্টিক ব্যতীত)	৫৫৫	৫০৬২৫০০
	অটিস্টিক	৩৩০	২৪৭৫০০০
পেশামূলক উপবৃত্তি		৭২৩০	৪৯৫১৮০০০
সর্বমোট বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবং টাকার পরিমাণ		২,২১,৩৫৯	২১৯,৪০,০১৭০০

- ষষ্ঠ থেকে স্নাতক ও সমমান শ্রেণি পর্যন্ত দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান করা প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর অন্যতম কাজ। ২০১৩ সাল থেকে ট্রাস্ট এর মাধ্যমে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের দরিদ্র ও মেধাবী নির্বাচিত ৭৫শতাংশ ছাত্রী এবং ২৫শতাংশ ছাত্র এর মাঝে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি প্রদান করা হচ্ছে;

- প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের **২,৬০,০৭০ জন** শিক্ষার্থীদের মাঝে (ছাত্রী-**১,৯০,২৪৩ জন ও ছাত্র-৬৯,৮২৭ জন)** উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ **১৩৭,৬০,৮৪,০৪০.০০ টাকা** বিতরণ করা হয়;

- উপবৃত্তি বিতরণের পাশাপাশি দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিত করনে আর্থিক সহায়তা প্রদান নীতিমালা, ২০১৫ এর আলোকে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ১৩৯ জন ষষ্ঠ থেকে স্নাতক ও সমমান শ্রেণির দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি প্রক্রিয়ায় আর্থিক সহায়তা হিসেবে ৫,৩৭,০০০.০০ টাকা প্রদান করা হয়;

০৯ ডিসেম্বর ২০১৮ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের উপবৃত্তি বিতরণ অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপবৃত্তির অর্থ প্রদান করেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মো: সোহরাব হোসাইন

- দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান নীতিমালা, ২০১৫ এর আলোকে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর থেকে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ০১ জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে এককালীন আর্থিক অনুদান হিসেবে ১০,০০০.০০ টাকা প্রদান করা হয়।

- ২০১৮-১৯ সালে একাডেমিক গবেষণা মঞ্জুরী-এর অধীনে মোট ৫১৯টি গবেষণা প্রকল্পে অর্থ ছাড় করা হয় যার পরিমাণ ৪,৭৭,৫১,৮৯৫ টাকা;

- এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. কোর্সে ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদানের জন্য প্রণীত নীতিমালা, ২০১৭ অনুযায়ী ২০১৮ সাল থেকে এম.ফিল. কোর্সে মাসিক ১০,০০০ টাকা এবং পিএইচ.ডি. কোর্সে মাসিক ১৫,০০০ টাকা করে ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে;

- ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ০৮ জন এম.ফিল গবেষক এবং ০৭ জন পিএইচ.ডি. গবেষককে ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান করা হয়;

- বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রদত্ত পিএইচ.ডি ফেলোশিপে সম্মানীর পরিমাণ মাসিক ১৫,০০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৩০,০০০ টাকা এবং পোস্ট ডক্টোরাল ফেলোশিপে সম্মানীর পরিমাণ ৩০,০০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৫০,০০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে;

- বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আন্তর্জাতিক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ, কনফারেন্স ইত্যাদি আয়োজন ও অংশগ্রহণের জন্য বাজেট বরাদ্দ ৫০,০০,০০০ টাকা থেকে ২,০০,০০,০০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে;

- বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গবেষণাকর্মে অনুপ্রাণিত করার জন্য তাদের প্রকাশিত মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ এবং পুস্তকের জন্য ৩৫ জন শিক্ষককে ইউজিসি স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়;

- বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়ণরত মেধাবী শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশে অনুপ্রাণিত করতে প্রতি বছর সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদের সর্বোচ্চ মার্কসপ্রাপ্তদের মাঝে ইউজিসি মেধা বৃত্তি ১২৫ জন, ইউজিসি জনতা ব্যাংক বৃত্তি ০১ জন এবং অন্ধ বৃত্তি ০১ জন-কে এককালীন ১০,৫০০ টাকা করে সর্বমোট ১৩,৩৩,৫০০ (তের লক্ষ তেত্রিশ হাজার পাঁচশত) টাকা প্রদান করা হয়। এছাড়াও ১২৭ জনকে প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়;

- কমিশনের কর্মকান্ডের কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ায় উচ্চশিক্ষার বিশ্বপ্রেক্ষিত বিবেচনায় এবং সরকারের "রুপকল্প ২০৪১"-কে সামনে রেখে কমিশনে আরও ০২ (দুই) টি নতুন বিভাগ সৃষ্টি করে মোট ১০ (দশ) টি বিভাগের মাধ্যমে বর্তমানে উচ্চ শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে;

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি এবং নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের প্রতিটি জেলায় অন্তত একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ধারাবাহিকতায় ২০১৮ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ; শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়, নেত্রকোনা; বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জামালপুর; খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়; সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়সহ মোট ০৫টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে;

- সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শৃঙ্খলা ও সুশাসন আনয়ন এর লক্ষে শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত অভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে;

- সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েসমূহে শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ভোগান্তি কমানোর জন্য আংশিক ভাবে গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এর অংশ হিসেবে ২০১৯ সাল থেকে কৃষি বিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা চালু হচ্ছে;

- বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে তথ্যের প্রয়োজনে Public University Management Information System (PUMIS) শীর্ষক সফট্ওয়ার প্রস্তুত করা হয়েছে। এতে সকল সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য সংযোজনের কাজ অব্যাহত রয়েছে;

- উচ্চ শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে Bangladesh National Qualifications Frameworks (BNQF) প্রণয়ন করা হয়েছে:

- উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্পের স্ট্রাটেজিক পলিসি ইউনিট কর্তৃক Strategic Plan for Higher Education in Bangladesh: 2018-2030 শীর্ষক কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনায় ৪১টি এ্যাকশন প্ল্যান (Action Plan) গৃহীত হয়েছে যা ২০১৮-২০৩০ সালের মধ্যে ৩টি পর্যায়ে বাস্তবায়িত হবে:

- ২০১৮ সালে ০৭টি নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন লাভ করে:

- কমিশনের সকল কম্পিউটার ব্যবহারকারীগণকে ইন্টারনেট সেবা প্রদানের জন্য একটি শক্তিশালী লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (ল্যান) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ ল্যানের মাধ্যমে কমিশনের সকল ডেস্কটপ কম্পিউটারে ইন্টারনেট সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে Wifi ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। বর্তমানে এই ল্যানের পাশাপাশি একটি আইপি টেলিফোন সেবা প্রস্তুত করা হয়েছে। যার মাধ্যমে প্রায় ১৯টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংযোগ স্থাপিত হবে। এই আইপি টেলিফোনের মাধ্যমে ইউজিসিসহ ২০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে ইন-হাউস সংযোগের কাজ চলমান আছে। পরবর্তীতে এই আইপি ফোনের মাধ্যমে বাংলাদেশসহ বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা যাবে;

বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছেন, শিক্ষাকে আমি খরচ মনে করি না; আমি মনে করি এটি একটি বিনিয়োগ, জাতিকে গড়ে তোলার বিনিয়োগ। রাষ্ট্রের প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, পরিমার্জন, অনুমোদনসহ সার্বিক কাজ করে থাকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, যা সংক্ষেপে এন.সি.টি.বি. নামে পরিচিত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২০১০ সাল থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক পৌছে দিচ্ছে। এটি বিশ্বব্যাপি প্রশংসিত কার্যক্রমের একটি। ইতোমধ্যে ২০২১ সালের শিক্ষার্থীর জন্য প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের কাজ শুরু হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে জাতীয় সংসদে এ বিষয়ে নির্দেশনাও দিয়েছেন।

২০১৯ শিক্ষাবর্ষে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের তথ্য

ক্রঃ নং	স্তর	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	বিষয় সংখ্যা	সরবরাহকৃত পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা
১	প্রাক-প্রাথমিক	৩৪২৮০১০	২	৬৮৫৬০২০
২	প্রাথমিক	২০৩৭৭০০১	৩৩	৯৮৮৮২৮৯৯
৩	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা (MLE) প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক	৯৮১৪৪	৮	২৭৬৭৮৪
৪	ইবতেদায়ি	৩১৫১৯৮৪	৩৬	২২৫৩১২৮৩
৫	দাখিল	২৫৯৯১৪৮	৩৯	৩৭৯৫৮৫৩৪
৬	মাধ্যমিক (বাংলা ভার্সন)	১২৪০৭৬০৮	১০১	১৮০০৫৩১২২
৭	মাধ্যমিক (ইংরেজি ভার্সন)	৭৬৮০০	১০১	১২৪৭৮২৬
৮	কারিগরি	২৩১৩১৩	৬১	১২৩৫৯৪৮
৯	এসএসসি ভোকেশনাল	২৩৯০১২	১৯	২৮৮১৪৭৩
১০	দাখিল ভোকেশনাল	১০০৯৫	১৭	১৪৩৮৭৫
১১	ব্রেইল পাঠ্যপুস্তক	৭৫০	১১০	৫৮৫৭
১২	সম্পুরক কৃষি শিক্ষা (৬ষ্ঠ-৯ম)	০	২	১২৪২৬১
	মোট =	৪২৬১৯৮৬৫	৫২৯	৩৫২১৯৭৮৮২

খ. শিক্ষাক্রম বিষয়ক

১. ২০২১ সালের শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের কাজ চলমান আছে;
২. প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ২০১২ এর কার্যকারিতা বিষয়ক সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছে;
৩. প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ২০১২ এর পরিমার্জনের লক্ষ্যে চাহিদা নিরূপন বিষয়ক সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছে;
৪. মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম ২০১২ এর পর্যালোচনা চাহিদা নিরূপন বিষয়ক সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছে;

গ. পাঠ্যপুস্তক বিষয়ক

১. বেসরকারিভাবে মুদ্রিত ও প্রকাশিত উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ৯৭টি পাঠ্যপুস্তক পুন:অনুমোদন এবং ১৫টি নতুন পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন দেয়া হয়েছে;
২. কারিগরি স্তরের ৪৯টি পাঠ্যপুস্তকের পরিমার্জন শেষে ডামি প্রস্তুত করা হয়েছে;

৩. ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম-১০ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক সমূহের ইংরেজি ভার্সন পরিমার্জন করা হয়েছে;
৪. একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির সঙ্গীত বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জন করা হয়েছে;

চিত্র : ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক বিতরন উদ্বোধন অনুষ্ঠান

৫. একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির নাট্যকলা বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জন করা হয়েছে;
৬. মাধ্যমিক স্তরের ৭ম ও ৮ম শ্রেণির ১২টি পাঠ্যপুস্তকের ই-লার্নিং ম্যাটেরিয়াল উন্নয়নের কাজ চলমান আছে;
৭. ৬ষ্ঠ শ্রেণির ১৬টি পাঠ্যপুস্তকের ডিজিটাল ভার্সন International Textbook (IDT) প্রণয়ন করা হয়েছে;

ঘ. আইন, বিধি ও নীতি বিষয়ক

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক আইন ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ, জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৯ ও স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচন

দেশের তৃণমূল পর্যায় থেকে মেধাবী শিক্ষার্থীদের খুঁজে বের করার জন্য "সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ নীতিমালা "২০১২ প্রণয়ন" করা হয়। ২০১৩ সাল থেকে সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ নীতিমালা বাস্তবায়ন শুরু করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ-৮ম, ৯ম-১০ম এবং একাদশ-দ্বাদশ এই তিনটি গ্রুপে প্রতিবছর দেশব্যাপী নির্ধারিত তারিখে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে শুরু হয় এই প্রতিযোগিতা। অতঃপর উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে। ৩টি গ্রুপ ও ৪টি বিষয়ে নির্বাচিত সেরা মোট ১২ জন করে বিভাগীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। অতঃপর ৮টি বিভাগ ও ঢাকা মহানগরীকে একটি বিভাগীয় ইউনিট ধরে ৩টি পর্যায়ে প্রতি বিষয়ে ৩ জন করে ৪টি বিষয়ে প্রতি বিভাগে মোট (৩×৪)=১২ জন হিসেবে সর্বমোট (১২×৯)= ১০৮ জন সেরা মেধাবী নির্বাচন করা হয়। জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় এই ১০৮ জন প্রতিযোগী থেকে ৪ বিষয়ে ১ জন করে ৩ শ্রেণিতে মোট ১২ জনকে 'বছরের সেরা মেধাবী' হিসেবে নির্বাচন করা হয়। সৃজনশীল মেধা অন্বেষণের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার বিষয়গুলো-

ক. ভাষা ও সাহিত্য (বাংলা ও ইংরেজি)
খ. ৬ষ্ঠ-৮ম পর্যায়ের জন্য দৈনন্দিন বিজ্ঞান এবং ৯ম-১২শ পর্যায়ের জন্য বিজ্ঞান (পদার্থ, রসায়ন, জীববিজ্ঞান)
গ. গণিত ও কম্পিউটার
ঘ. বাংলাদেশ স্টাডিজ ও মুক্তিযুদ্ধ (ইতিহাস, পৌরনীতি, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান)

২০১৯ সালের ২৫ এপ্রিল আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল এন্ড কলেজে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি জাতীয় পর্যায়ে সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা ২০১৯ উদ্বোধন করেন। শিক্ষার্থী ও শিক্ষক এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জাঁকজমকপূর্ণ র‍্যালিসহ বিপুল উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এই প্রতিযোগিতা সমাপ্ত হয়।

দেশ বরেণ্য বিচারকমন্ডলীর রায়ের ভিত্তিতে ১২ জন বছরের সেরা মেধাবী নির্বাচিত হয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে গ্রহণ করে সনদপত্র, মেডেল ও প্রত্যেকে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকার চেক। বাকী ৯৬ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে পুরস্কার স্বরূপ সনদপত্র, মেডেল ও প্রত্যেককে নগদ ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা প্রদান করা হয়। ২০১৯ এর সেরা ১২ জন মেধাবীকে ৫ দিনের জন্য শিক্ষা সফরে দক্ষিণ কোরিয়ায় পাঠানো হয়।

ছবি : সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ-২০১৯ পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৯

জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ এর আলোকে বর্তমান সরকার দেশের শিক্ষার উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্বাআরোপ করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের প্রতিটি মাধ্যম স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী, শ্রেষ্ঠ শ্রেণি শিক্ষক, শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক, অধ্যক্ষ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যে সরকার প্রতি বছর জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ কর্মসূচি গ্রহণ করে।

সৃজনশীল মেধাঅন্বেষণের পাশাপাশি জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন শুরু হয় ২০১৬ সালে। ২০১৯ এর মার্চ এর ১২ তারিখে প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে শুরু হয়ে ৩১ মার্চ তারিখে বিভাগীয় পর্যায় পর্যন্ত সমাপ্ত হয়। জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ১৯-২০ জুন ২০১৯ তারিখে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ বিজয়ী নির্বাচিত করা হয়। এবারই প্রথম প্রতিটি ইভেন্টে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান নির্ধারণ করে তাদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। ২০১৯ সালের ২৬ জুন জাতীয় পর্যায়ের ৮৯ জন শ্রেষ্ঠ বিজয়ী এবং ১১২ (১৪ টি ইভেন্টে) জনকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বিজয়ীকে নগদ টাকা, ক্রেস্ট, মেডেল এবং সনদপত্র প্রদান করা হয়। সেরা ৮৯ জনকে ভারতে শিক্ষা সফরে নিয়ে যাওয়া হয়।

স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচন

শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে অভিভাবকদের সম্পৃক্ত করে শিক্ষা ও পরিবেশ উন্নয়ন কর্মকান্ড এবং ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও সহশিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ২০১৫ সাল থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও দাখিল মাদ্রাসায় স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচন নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২২৯৬১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন হয়।

ছবি : স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচন ২০১৯ পর্যবেক্ষণ করছেন মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী ডা. দীপু মনিএম.পি

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (A.P.A.), বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (A.P.A.)

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর থেকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (A.P.A.) সম্পাদন করে আসছে। ২০১৮ সালের ১৬ জুন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মহোদয়ের সাথে আওতাধীন ১২ টি অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (A.P.A.) সম্পাদিত হয়। পরবর্তীতে ২০১৮ সালের ০৪ জুলাই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব মহোদয়ের সাথে এ বিভাগের সচিব মহোদয়ের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ০৫টি কৌশলগত উদ্দেশ্যের বিপরীতে ২৭টি কার্যক্রম ও ৪টি আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের বিপরীতে ১৮টি কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ছবি : মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সাথে বিভিন্ন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে বর্ণিত কার্যক্রমসমূহে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা এ বিভাগের এ.পি.এ. টিম কর্তৃক পরিবীক্ষণ ও প্রমাণকসমূহ যাচাইবাছাইক্রমে বার্ষিক এ.পি.এ. এর অর্জন প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রস্তুত খসড়া প্রতিবেদনটি পর্যালোচনার জন্য ২০১৯ সালের ০৬ আগস্ট এ বিভাগের বিশেষজ্ঞ পুল কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাক্রমে দেখা যায় যে, আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের ৪২টি কার্যসম্পাদন সূচকের বিপরীতে ৩৫টি কার্যসম্পাদন সূচকের শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের ৩২টি কার্যসম্পাদন সূচকের বিপরীতে ২৮টি কার্যসম্পাদন সূচকের শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের এ.পি.এ. টিম ফোকাল পয়েন্ট ও টিম প্রধানের নেতৃত্বে নিরলসভাবে কাজ করেছে। আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত কাজে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া কর্মসম্পাদন বাস্তবায়নের বিষয়ে অধিকতর কর্মদক্ষতা অর্জনের জন্য এ বিভাগের এ.পি.এ. টিম দক্ষিণ আফ্রিকা সফর করেছে।

বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা উদ্ভাবনী পরিকল্পনায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের তুলনায় এগিয়ে রয়েছে। ৩১ জুলাই ২০১৮ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো, ২০১৮-২০১৯ প্রণয়ন করেছে এবং ১২ আগস্ট ২০১৮ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করেছে। প্রণয়ণকৃত বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো, ২০১৮-২০১৯ বিগত ১৬ আগস্ট ২০১৮ তারিখে তথ্য বাতায়নে প্রকাশ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো, ২০১৮-২০১৯ প্রণয়ন করেছে। এ বিভাগের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নরূপ ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়:

বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো, ২০১৮-২০১৯ অনুযায়ী এ বিভাগের ইনোভেশন টিমের ১০টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া ০৩ (তিন) মাস অন্তর আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা নিয়ে চিফ ইনোভেশন অফিসার মহোদয়ের সভাপতিত্বে ইনোভেশন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ছবি : মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের চিফ ইনোভেশন অফিসারের সভাপতিত্বে আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার সাথে ইনোভেশন সভা

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩০ জন কর্মকর্তাকে নিয়ে ০৫ দিনের ০১টি কর্মশালা a2i-এর সহযোগিতায় আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া a2i-এর সহযোগিতায় ৬০ জন কর্মকর্তাকে নিয়ে ০২ দিনের ০২টি কর্মশালারও আয়োজন করা হয়েছে। ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ এ বিভাগের ৪৫টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আইডিয়া ব্যাংকে জমা রাখা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ৩০ এপ্রিল ২০১৯ এর মধ্যে ০২টি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ বিভাগের চিফ ইনোভেশন অফিসার মাঠ পর্যায়ের চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন। এ বিভাগের ইনোভেশন শোকেসিং ২৮ মে ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত শোকেসিং অনুষ্ঠানে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা অংশগ্রহণ করেছে। উক্ত শোকেসিং থেকে ৬৬ (ছেষট্টি) টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ পাওয়া গেছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত

হয়েছে। ২০১৮-২০১৯-এ মোট ৩৩টি কার্যক্রম ছিল। তার মধ্যে ২৯টি কার্যক্রম শতভাগ সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ০২টি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে উদ্ভাবনী কার্যক্রমের আওতায় ০২টি শোকেসিং অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে মোট ২৮টি (আটাশ) টি আইডিয়া উপস্থাপিত হয়;

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো

সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ বাস্তবায়ন করছে। এ লক্ষে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০১৮-২০১৯ প্রণয়ন করে এবং ০৩ জুলাই ২০১৮ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করে। অনুরূপভাবে আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০১৮-২০১৯ প্রণয়ন করেছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০১৮-২০১৯ এ উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) মহোদয়ের নেতৃত্বে বার্ষিক কর্মসম্পাদন, সেবা উন্নয়ন ও উদ্ভাবন শাখা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০১৮-২০১৯ **অনুযায়ী এ বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে ০৪টি নৈতিকতা কমিটির** সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। নৈতিকতা কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত শতভাগ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ছবি : মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে নৈতিকতা কমিটির সভা

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো ২০১৮-২০১৯ অনুযায়ী মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার ১০০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী উত্তম চর্চার তালিকা প্রণয়ন করে ২০ আগস্ট ২০১৮ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় ০৩টি আইন/বিধি/নীতিমালা/প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র জারী করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইনের আওতায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ডিও) ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনলাইন প্রশিক্ষণ সম্পাদিত হয়েছে। দুদকে স্থাপিত হটলাইন নম্বর ১০৬ (টোল ফ্রি) স্ব স্ব তথ্য বাতায়নে সংযুক্ত এবং তা কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে অবহিত করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ওয়েসাইটে তথ্য অধিকার সেবাবক্স হালনাগাদ করা

হয়েছে। দাপ্তরিক সকল কাজে ইউনিকোড ব্যবহার ও ই-টেন্ডার/ই-জিপি এর মাধ্যম ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদনের বিষয়টি শতভাগ নিশ্চিত করা হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্রয়-পরিকল্পনা ২০১৮-২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা ২০১৭ এর আলোকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে কর্মরত ০১ জন কর্মকর্তা ও ০১ জন কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০১৮-২০১৯ -এ মোট ৪০টি কার্যক্রম ছিল। তার মধ্যে ৩৬টি কার্যক্রম শতভাগ সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে নায়েমে ২০টি গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে, নিউজলেটার ০৪টি সংখ্যা প্রকাশ, শিক্ষা গবেষণা সংক্রান্ত ০৫টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয় এবং নায়েম জার্ণাল ০২(দুই)টি সংখ্যা প্রকাশনা প্রক্রিয়াধীন।

গবেষণা ও প্রশিক্ষণ

- ২০১৮-১৯ সালে একাডেমিক গবেষণা মঞ্জুরী এর অধীনে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মোট ৫১৯টি গবেষণা প্রকল্পে অর্থ ছাড় করা হয় যার পরিমাণ ৪,৭৭,৫১,৮৯৫/- টাকা।

- বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং Lovely Professional University, India এর মধ্যে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ২৪ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় Lovely Professional University শতভাগ ওয়েভারসহ পিএইচডি প্রোগ্রামে বাংলাদেশকে ২০টি বৃত্তি প্রদান করেছে;
- বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং University of Technology Malaysia (UTM), Malaysia এর মধ্যে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ০৩ নভেম্বর ২০১৮ একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত সমঝোতা স্মারকের আওতায় বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের এবং কমিশনের একাডেমিক এবং নন-একাডেমিক পর্যায়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করা হবে;

- বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং UNICEF এর মধ্যে Forecasting Curriculum and Research in C4D among academic institutions of Bangladesh বিষয়ক এক Letter of Understanding (LoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে;

প্রকাশনা

- ব্যানবেইস শুরু থেকেই শিক্ষাতথ্য ও গবেষণা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে। প্রতিবছর জাতীয় শিক্ষা জরিপ শেষে Bangladesh Education Statistics (BES) নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট প্রকাশ করে থাকে। ব্যানবেইস শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিশ্লেষণধর্মী ও গবেষণামূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। ২০১৮ সাল পর্যন্ত ব্যানবেইস কর্তৃক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে ৪৬৭ টি প্রকাশনা প্রকাশিত হয়েছে;

- বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি)-এর উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. ইয়াসমিন হকের নেতৃত্বে একদল গবেষক নন-লিনিয়ার অপটিক্স গবেষণায় ক্যান্সার শনাক্তকরণের সাশ্রয়ী প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন। এ পদ্ধতিতে একজন রোগীর দেহে কোনো ধরনের যন্ত্রপাতি প্রবেশ না করিয়ে প্রচলিত পদ্ধতির বাইরে নতুন একটি পদ্ধতিতে রক্ত পরীক্ষা করে ক্যান্সার সনাক্তকরণের সম্ভাবনা উন্মোচিত হয়েছে। ০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্প ও ইউজিসি কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত ঢাকা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে এক সংবাদ সম্মেলনে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সম্পর্কে সকলকে অবহিত করা হয়।

- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মোঃ আনোয়ার হোসেন-এর নেতৃত্বে একদল গবেষক গবাদিপশুর খুরা রোগ প্রতিরোধের জন্য দেশের সঞ্চরণশীল ভাইরাসের একটি কার্যকরী টিকা উদ্ভাবন করেছেন। এ উদ্ভাবনের পেটেন্টের জন্য ইতোমধ্যে আবেদন করা হয়েছে। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্পের (হেকেপ) অর্থায়নে এ গবেষণাটি পরিচালিত হয়। উদ্ভাবিত নতুন টিকা বাংলাদেশে বিদ্যমান খুরা রোগের তিন ধরনের ভাইরাসের সব ধরনের সংক্রমণ থেকে গবাদিপশুকে সুরক্ষা দিতে সক্ষম হবে।খামারি পর্যায়ে প্রতিটি টিকা ৬০-৭০ টাকার মধ্যে সরবরাহ করা সম্ভব হবে। উদ্ভাবিত ভ্যাকসিন সম্পর্কে ১৬ অক্টোবর ২০১৮ ঢাকাস্থ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

- বাংলাদেশের চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)-এর কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং প্রকল্পের প্রস্তুতিমূলক কাজ চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে ইউজিসিতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় চারটি হলো- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি। এরিক এ ব্লুম, সিনিয়র সেক্টর স্পেশালিস্ট, হিউম্যান এন্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ডিভিশন, সাউথ এশিয়ান ডিপার্টমেন্ট, এডিবি'র নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল ইউজিসির তৎকালীন চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল মান্নান এর সাথে প্রকল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

- শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ সমন্বিতকরণের জন্য এনটিআরসিএ ও এনটিইসি কার্যক্রমের উপর একটি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন এবং প্রতিবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষক প্রশিক্ষণকে যুগোপযোগী করার জন্য মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের Secondary Teachers Competency Standard' নির্ধারণ করে তা অনুমোদনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।এই পলিসির আওতায় মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা

অর্জনের জন্য ৪টি ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করা হয়েছে যেমন : **(i) Professional Knowledge or Content Knowledge (ii) Professional Practice or Pedagogical Knowledge (iii) ICT Integration in Teacing Profession or Use of Technology এবং (iv) Professional Learning Ethics and Moral Values**এই ৪টি ক্ষেত্রে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার উপর ভিত্তি করে ৪ ধরণের শিক্ষকের শ্রেণিকরণ করা হয়েছে। যেমন: (i) Begining Teacher (ii) Developing Teacher (iii) Advanced Teacher (iv) Expert Teacher-এই দক্ষতাগুলো অর্জনের মাধ্যমে একজন শিক্ষকBegining Teacher থেকে Expert Teacher-এ পরিণত হবেন।

Secondary Teacher Career Path এর মাধ্যমে শিক্ষকদের পেশাগত সোপান তৈরি করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য কস্ট মডেলিং করা হয়েছে যা শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়ন ও সন্তুষ্টি বিধান করবে। এছাড়াও **Demand and Supply of Teachers** শীর্ষক গবেষণা কর্মের মাধ্যমে মাধ্যমিক পর্যায়ে বিষয়ভিত্তিক কতজন শিক্ষক প্রয়োজন এবং প্রয়োজন অনুসারে কতজন শিক্ষক শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োজিত রয়েছেন তার একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট-২ (টি.কিউ.আই.-২) ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট (T.Q.I.-II)- এর মাধ্যমে-

- Policy Guidelines on Establishing Centers of Excellence (COE) :

  এই গাইডলাইনের আওতায় ১৪টি সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের মধ্যে ৩টি টিটিসিকে ৩টি বিষয়ের ওপর Centre of Excellenceহিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে একটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।এই ৩টি টিটিসি হলো যথাক্রমে: ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ- ইংরেজি বিষয়ে, রাজশাহী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ- গণিত বিষয়ে এবং সিলেট টিচার্স ট্রেনিং কলেজ- বিজ্ঞান বিষয়ে। Centre of Excellence হচ্ছে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সর্বোচ্চ দক্ষতায় প্রতিষ্ঠিত (শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য) মডেল প্রতিষ্ঠান, যেখানে শক্তিশালী ও সুসংগঠিত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হবে, বিশেষ করে ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে। Centre of Excellenceহিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে এ সকল প্রতিষ্ঠানকে (প্রতিটিতে ৬৫.০০ লক্ষ টাকা করে) ১৯৫.০০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

- Policy Guidelines on Recognition of Prior Learning (RPL) Implementation:

  এ নীতির আওতায় এমন একটি প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হবে যার মাধ্যমে মাধ্যমিক পর্যায়ের যে সকল শিক্ষক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা অর্জন করবে তাঁদেরকে একটা নির্দিষ্ট ক্রেডিট প্রদানের মাধ্যমে স্বীকৃতি প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে;

- Policy Guidelines on Inclusive Education in Secondary Education:

  টিকিউআই-২ প্রকল্প Inclusive Education Frameworkবাস্তবায়নের জন্য সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। এর মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতির উন্নয়ন, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, মহিলা শিক্ষক ও বিশেষ চাহিদা

সম্পন্ন ছাত্র/ছাত্রীদের কল্যাণে কাজ করা হচ্ছে। এছাড়া, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিকভাবে অনগ্রসর এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পিছিয়ে পড়া ছাত্র/ছাত্রীদের এগিয়ে নেয়ার জন্য অতিরিক্ত ক্লাসে পাঠদানকারী শিক্ষকদের প্রণোদনা প্রদান করে আসছে। Inclusive Education Program-এর আওতায় মহিলা শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি, এনটিআরসিএ রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিসহ এসএমসি, এমএমসি, জিবিতে মহিলা সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে;

- Policy Guidelines on Continuous Professional Development (CPD) for Secondary Teachers

  এই পলিসির আওতায় শিক্ষকদের বিষয়বস্তু জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি তথা শিক্ষাদান পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন করার জন্য চাহিদাভিত্তিক এবং যুগোপাযোগী CPD Trainingএর ব্যবস্থা রয়েছে;

- Policy Guidelines on Preservice Teacher Education (PSTE)

  এই Pre-Service Education পলিসির মাধ্যমে মানসম্মত Pre-Service শিক্ষক প্রশিক্ষণের বৈশিষ্ট্য ও এর আওতায় তাত্ত্বিক কাঠামো প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের ব্যবস্থা রয়েছে;

- ব্যানবেইস প্রতি বছর দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ইতোমধ্যে বস্তিবাসী ছেলেমেয়েদের শিক্ষার অবস্থা, ঝরে পড়া ছাত্র ছাত্রীদের সংখ্যা ও কারণ নির্ণয়, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিক্ষা কার্যক্রম, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিক্ষার পরিবেশ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষা, বিলুপ্ত ছিটমহল, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষাসহ বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এ সকল গবেষণা প্রতিবেদন থেকে দেশের শিক্ষার প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করা এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হচ্ছে। গবেষণার ফলাফল ব্যানবেইস ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৫টি গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে।

- শিক্ষাখাতে উচ্চতর গবেষণা সহায়তা কর্মসূচি(GARE) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অন্যমত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। ২০০৯ সন থেকে দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে উচ্চতর গবেষণা কাজের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করে আসছে। শিক্ষাখাতে উচ্চতর গবেষণা সহায়তাকর্মসূচির প্রাথমিক বাছাই কমিটির কার্যক্রম ব্যানবেইসে সম্পন্ন হয়ে থাকে। সম্প্রতি এই কাজের গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য Grants For Advanced Research in Education (GARE) নামক e-management software প্রস্তুত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সারা বছর ধরে গবেষকগণ তাঁদের গবেষণা প্রস্তাব দাখিল করতে পারছেন। উচ্চতর গবেষণা সহায়তা কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত ৪৮৫টি গবেষণা প্রকল্পে ৬৫.৫৩ কোটি টাকা অর্থায়ন শিক্ষা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তন্মধ্যে জুন ২০১৮ পর্যন্ত ২২৯টি গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে। গবেষণা প্রকল্পের ফলাফল নিয়ে ৩টি Volume ‘Report on Advanced Research 2010-2016 `প্রকাশিত হয়েছে।

শিক্ষাখাতে উচ্চতর গবেষণা সহায়তা কর্মসূচির আওতায় গবেষণা প্রকল্পের ফলাফল নিয়ে ৩টি Volume 'Report on Advanced Research 2010-2016 প্রকাশনা অনুষ্ঠানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি,এম.পি. ও মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি.

- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ উইং নিজস্ব তত্বাবধানে সর্বমোট ১৩,২৭৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণসমূহ হলো :
  - ✓ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন। সরকারি কলেজ এর অধ্যক্ষ, জেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারগণ এই প্রশিক্ষণে অর্ন্তভুক্ত ছিলেন। সর্বমোট ৭১৪ জনকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
  - ✓ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন বিষয়ক ৩৮০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
  - ✓ ইনোভেশন কার্যক্রমে ১৬৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
  - ✓ সরকারি কলেজ এর প্রভাষক এবং সহকারী অধ্যাপক পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের জন্য আই.সি.টি এন্ড প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক ২০৫০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
  - ✓ ব্রিটিশ কাউন্সিলের সহায়তায় কানেকটিং ক্লাসরুম বিষয়ক প্রশিক্ষণের আওতায় ১,৯৮৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
  - ✓ ১৮ জন শিক্ষক ও কর্মকর্তা কে দক্ষিণ কোরিয়ায় এবং ৩৮ জন শিক্ষক ও কর্মকর্তাকে ভারতে প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়।
  - ✓ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৪৫ জন কর্মকর্তা দেশে (৩৫) এবং বিদেশে (১০) পিএইচ.ডি গবেষণা কোর্সে অধ্যয়ন এর জন্য করেছেন।

- সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম-এর আওতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে মোট ১,৭৭,৪৪৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে :

- সেসিপ-এর আওতায় মাধ্যমিক পর্যায়ে কারিকুলাম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত ১৫টি বিষয়ের শিক্ষক শিক্ষাক্রম নির্দেশিকা মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষককে সরবরাহ করা হয়েছে। বর্ণিত শিক্ষাক্রম নির্দেশিকা ব্যবহার বিষয়ে ৪২,৮১৯ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

- শিক্ষার্থীদের মধ্যে জীবনদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকগণের জন্য জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষাবিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। বর্ণিত কর্মসূচির আওতায় ৯৮,০১৩জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

- বিজ্ঞান শিক্ষায় দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে হাতে-কলমে বিজ্ঞান বিষয়ে ৮,৫৯২ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

- মাধ্যমিক পর্যায়ে ধারাবাহিক মূল্যায়ন বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের ১,৫৮৮জন শিক্ষককে মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

- কৃতিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা (পিবিএম) বাস্তবায়ন বিষয়ে ১৮,৭৬২জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

- আন্ডারসার্ভড এলাকায় নিয়োগকৃত ৮০৭জন রিসোর্স টিচারকে বেসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

- দাপ্তরিক কাজে কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইসিটি ও অন্যান্য বিষয়ে ৫,২৫৮জন, এনভায়রনমেন্ট সেইফগার্ড ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে ৬৩০ জন শিক্ষক ও কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

- শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাগণের সরকারি ক্রয় বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৮০ জন কর্মকর্তাকে ৪ সপ্তাহ মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

- সেসিপ-এর আওতায় আইসিটি লার্নিং সেন্টার পরিচালনা ও আইসিটি বিষয়ে মাধ্যমিক পর্যায়ের (বিদ্যালয় ও মাদরাসা) প্রধান শিক্ষক ৫৬০জন, সহকারী শিক্ষক (আইসিটি) ৩৮০ জন, সহকারী শিক্ষক (বিজ্ঞান) ২৭৭জন এবং বিভিন্ন পর্যায়ের ৩১০জন কর্মকর্তাসহ মোট ১,৫২৮জনকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

- "আইসিটি'র মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন প্রকল্প (২য় পর্যায়)"-এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ১,৬১,৪৫০ জন শিক্ষককে আইসিটি বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আইসিটি মাস্টার প্লান ২০২১ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এ প্রকল্পে ১২ ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। তন্মধ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ০৩ ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণসমূহ হলো:
  - ✓ ১৩,৪১০ জন শ্রেণী শিক্ষককে ১২ দিনের বেসিক টিচার্স ট্রেনিং (BTT) প্রশিক্ষণ;
  - ✓ ২০,২২০ জন প্রতিষ্ঠান প্রধান/সহকারী প্রধানকে ০৬ দিনের (HIT/AHIT) প্রশিক্ষণ;
  - ✓ ১,২৭,৮৪০ জন শ্রেণি শিক্ষককে ০৬ দিনের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ (IHT) প্রদান করা হয়েছে;
  - ✓ এছাড়া প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরির লক্ষ্যে ০৩ টি ওয়ার্কশপ সম্পন্ন হয়েছে এবং ০৩টি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়েছে;

- তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মনোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের অধীনে ১৫০০ বেসরকারি কলেজের প্রতিটি কলেজ থেকে ৩ জন করে ২১ দিনব্যাপী মোট ৪৫০০ জন বিজ্ঞানের শিক্ষককে ডিজিটাল কনটেন্ট প্রণয়ন ও শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন, সফটওয়ার ও হার্ডওয়ার ট্রাবল স্যুটিং এবং কম্পিউটার ল্যাব অপারেশান বিষয়ক প্রশিক্ষণে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ১১৫জন বিজ্ঞান শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

- "শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন"-শীর্ষক প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ কম্পোনেন্ট হলো চার হাজার বি.সি.এস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তাকে ২১ দিনব্যাপী 'বিষয়ভিত্তিক ডিজিটাল কন্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ প্রদান। বিগত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ১ হাজার ৭০০ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

এনটিআরসিএ'র অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

- বিগত ৮ ও ৯ নভেম্বর ২০১৮ এনটিআরসিএ কর্তৃক ই-নথি বাস্তবায়ন বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ২০১৮ আয়োজন করা হয়। এতে মোট ৪১ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী অংশগ্রহণ করে;
- বিগত ২৯-৩০ মে ২০১৯ "অফিস ব্যবস্থাপনা ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন" বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ-২০১৯ আয়োজন করা হয়। তাতে মোট ৪১ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন;

এন সি টি বি

দেশের অভ্যন্তরে এন. সি. টি .বি কর্তৃক আয়োজিত মোট ৬টি প্রশিক্ষণে ৫১৪২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শ্রেণিশিক্ষক অংশগ্রহণ করেছেন এবং এনসিটিবির ১৪ জন বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন।

শিক্ষায় অবকাঠামো উন্নয়ন

- নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি ২০১১-জুন ২০১৯ পর্যন্ত (প্রস্তাবিত জুন ২০২০)। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ২২৫৩১৫.৪১ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় পয়:প্রণালি, পানি সরবরাহ, বিদ্যুতায়নসহ গ্রাম ও শহর অঞ্চলে ৪তলা ভিতবিশিষ্ট ৩ শ্রেনীকক্ষ বিশিষ্ট একতলা একাডেমিক ভবন এবং বিভাগীয় শহরে ৬তলা ভিত বিশিষ্ট এক তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ চলমান আছে । তাছাড়া বিদ্যমান ভবনে ৩থেকে ৫টি শ্রেনীকক্ষ সম্প্রসারণসহ আসবাবপত্র সরবরাহ করা হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ২৩৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শতভাগ, ১৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৭৬-৯৯ শতাংশ, ১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৫১-৭৫ শতাংশ এবং ২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২৬-৫০ শতাংশ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ৩৯৪০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৯৮০০৩.৮৬ লক্ষ টাকা।

GHOSHPUR HIGH SCHOOL; SADAR DINAJPUR

- সখীপুর আবাসিক মহিলা কলেজের ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট ছাত্রীনিবাস নির্মাণ, সখীপুর, টাঙ্গাইল, শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০১৩-ডিসেম্বর ২০১৯। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২২০২লক্ষ টাকা। ০২. ৫০০ প্রকল্পের আওতায়শয্যা বিশিষ্ট বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা ছাত্রীনিবাস নির্মাণ করা হয়েছে।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ১৪৬.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২২৭৪.৬১ টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত গড় বাস্তব অগ্রগতি শতভাগ।

- সদর দপ্তর ও জেলা কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর শক্তিশালীকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০১৪-জুন ২০২০। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৮৩১২.১৪ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় ৫তলা ভিত বিশিষ্ট ৫তলা ৩২টি জোনাল অফিস এবং ১৩তলা ভিত বিশিষ্ট ১৩তলা শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মিত হবে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ প্রকল্পের ১৩টি জোনাল কার্যালয়ের বাস্তব অগ্রগতি ৭৬-৯৯ শতাংশ, ২টি জোনাল কার্যালয়ের বাস্তব অগ্রগতি ৫১-৭৫ শতাংশ , ২টি জোনাল কার্যালয়ের বাস্তব অগ্রগতি ২৬-৫০ শতাংশ, ০৫টি জোনাল কার্যালয়ের বাস্তব অগ্রগতি ১-২৫ শতাংশ এবং প্রধান কার্যালয় নির্মানের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৭৩৪০.৯২ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত গড় অগ্রগতি ২০ শতাংশ।

ছবি: নির্মাণাধীন নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, ময়মনসিংহ

- কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার মালিগাও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০১৫-জুন ২০২১। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২০৯৭লক্ষ টাকা। প্রকল্পের ০০. তলা৫ টি০১ আওতায় ডেক স্লাবসহভিত বিশিষ্ট ৫তলা একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ কাজ চলমান আছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ৩০০.০০ লক্ষ টাকা । প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৩০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত গড় অগ্রগতি ২০শতাংশ।

- কুমিল্লা জেলার লালমাই ডিগ্রি কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৬-ডিসেম্বর ২০১৯)। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪৭৮.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় ৫তলা ভিত বিশিষ্ট ৫তলা মাল্টিপারপাস ভবন, ৫তলা ভিত বিশিষ্ট ৩তলা একাডেমিক ভবন, ৭৫ শয্যা বিশিষ্ট ছাত্রী নিবাস, ৫০ শয্যা বিশিষ্ট ছাত্রাবাস এবং অধ্যক্ষের বাস ভবন নির্মাণ কাজ চলমান আছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ৬০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৩৫০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত গড় অগ্রগতি ৮৫শতাংশ।

- কুমিল্লা জেলার লালমাই ডিগ্রী কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৬-ডিসেম্বর ২০১)। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪৭৮.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় ৫তলা ভিত বিশিষ্ট ৫তলা মাল্টিপারপাস ভবন, ৫তলা ভিত বিশিষ্ট ৩তলা একাডেমিক ভবন, ৭৫ শয্যা বিশিষ্ট ছাত্রী নিবাস, ৫০ শয্যা বিশিষ্ট ছাত্রাবাস এবং অধ্যক্ষের বাস ভবন নির্মাণ কাজ চলমান আছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ৬০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৩৫০. প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত গড় অগ্রগতি ৮৫শতাংশ।

লালমাই ডিগ্রি কলেজের একাডেমিক ভবন

- সুনামগঞ্জ জেলার তিনটি বেসরকারি কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের মেয়াদ অক্টোবর ২০১৬ হতে জুন ২০১৯। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ১৮৪৬.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় ৫তলা ভিত বিশিষ্ট ৫তলা ৩টি একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ চলমান আছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ৩০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৬০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত গড় অগ্রগতি ৪০শতাংশ।

- মাদারীপুর জেলার সদর উপজেলার সৈয়দ আবুল হোসেন কলেজ- এর অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ নভেম্বর ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০২০। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৩২২১.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় ৫তলা বিশিষ্ট ২টি একাডেমিক ভবন, ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট ১টি ছাত্রাবাস ও ১টি ছাত্রীনিবাস নির্মাণ কাজ প্রক্রিয়াধীন। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ১০৩৯.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১১৩৯.০০ লক্ষ টাকা। বাস্তব অগ্রগতি ৪৫ শতাংশ।

- নির্বাচিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১০৬৪৯০৫.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় গ্রামীন এলাকায় ৪তলা ভিত বিশিষ্ট ৪তলা, হাওড় ও সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় নীচতলা ফাকা রেখে ৫তলা ভিত বিশিষ্ট ৫তলা, মেট্রোপলিটন এলাকায় ৬তলা ভিত বিশিষ্ট ৬তলা একাডেমিক ভবন, আসবাবপত্র সরবরাহ, পয়:নিষ্কাশন ও পানি সরবরাহ এবং বজ্রপাত নিরোধক ব্যবস্থাসহ বৈদ্যুতিক কাজ চলমান আছে। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পৃথক টয়লেট ব্লক, প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিবন্ধী সহায়ক টয়লেট এবং র‍্যাম্প নির্মাণ করা হবে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ প্রকল্পে বাস্তব অগ্রগতি ৩৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৫১-৭৫ শতাংশ, ৪৫৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২৬-৫০ শতাংশ, ৯৬২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১-২৫ শতাংশ। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ৪৩৮৪৭৮.৩ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৪৩৮৪৭.৮৩ লক্ষ টাকা।

নির্বাচিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়

- নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৫২৩৭৩৭.০০ লক্ষ টাকা। ইতিপূর্বে বিভিন্ন প্রকল্প হতে ২/৩/৪/৫ তলা ভিত বিশিষ্ট একতলা নির্মাণ করা হয়েছিল । এ প্রকল্পের আওতায় উক্ত নির্মিত ভবনের মধ্যে ফাউন্ডেশনের উপর ভিত্তি করে ৩২৫০টি প্রতিষ্ঠানে পূর্ণাঙ্গ ভবন নির্মাণসহ আসবাবপত্র সরবরাহ কার্যক্রম চলমান আছে। প্রকল্পের আওতায় আসবাবপত্র সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ও পানি সরবরাহ এবং বজ্রপাত নিরোধক ব্যবস্থাসহ বৈদ্যুতিক কাজ চলমান আছে। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পৃথক টয়লেট ব্লক, প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিবন্ধী সহায়ক টয়লেট এবং র‍্যাম্প নির্মাণ করা হবে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ১২১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৭৬-৯৯শতাংশ, ৪০৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫১-৭৫শতাংশ, ১০৬৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২৬-৫০শতাংশ এবং ২০৭টি প্রতিষ্ঠানে ১-২৫শতাংশ।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ৪৫০৩৫.৯৮ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৪৫০৩৫.৯৮ লক্ষ টাকা। বাস্তব অগ্রগতি ২৩শতাংশ।

- গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর্ ও রাজবাড়ী জেলায় তিনটি বেসরকারি কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২০। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩২৭২লক্ষ টাকা। ০০. তলা৫ প্রকল্পের আওতায়ভিত বিশিষ্ট ৫তলা ২টি একাডেমিক ভবন, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট ১টি ছাত্রাবাস নির্মাণ করা হবে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ১.০০ লক্ষ টাকা। ২টি কলেজের দরপত্র অনুমোদন দেয়া হয়েছে এবং ১টি কলেজের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।

- মিলিটারী কলেজিয়েট স্কুল খুলনা এর অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২১। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৯৮ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় ৪৭৬ শয্যা বিশিষ্ট ছাত্রীনিবাস, ৮তলা ভিত বিশিষ্ট ৮তলা টিচার্স কোয়াটার নির্মাণ করা হবে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ১.০০ লক্ষ টাকা। জমির মালিকানা সংক্রান্ত দলিল বুঝে না পাওয়ায় দরপত্র অনুমোদন প্রক্রিয়া স্থগিত রয়েছে।

- নোয়াখালী ও ফেনী জেলার দু'টি সরকারি এবং একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ অক্টোবর ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২১। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিয়ত ব্যয় ২০২২.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় ৫তলা ভিত বিশিষ্ট ৫তলা মাল্টিপারপাস ভবন, বিদ্যমান ভবনের আনুভূমিক উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ, ২টি বিদ্যমান পুরাতন ঐতিহ্যবাহী ভবন মেরামতসহ আধুনিকায়ন করা হবে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ১.০০ লক্ষ টাকা। ১টি কলেজের নির্মাণ কাজের দরপত্র অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ২টি কলেজের পুরাতন ঐতিহ্য বজায় রেখে প্রাক্কলন প্রস্তুত চলছে।

- শেখ রাসেল উচ্চ বিদ্যালয়, সদর গোপালগঞ্জ ও শেরেবাংলা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় সূত্রাপুর ঢাকা এর অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৭১০১ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় ০০. তলা৬ভিত বিশিষ্ট ৬তলা একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবন, ১০তলা ভিত বিশিষ্ট ১০তলা একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবন, ১০০ শয্যা বিশিষ্ট হোষ্টেল এবং ৪তলা ভিত বিশিষ্ট ৪তলা শিক্ষক ডরমেটরী নির্মাণ করা হবে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ১টি কলেজের নির্মাণ কাজের দরপত্র অনুমোদন দেয়া ২ লক্ষ টাকা। ০০. ।হয়েছে

- নির্বাচিত নয়টি সরকারি কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ অক্টোবর ২০১৮-জুন২০২১। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৬২৯৭৩লক্ষ টাকা। প্রকল্ ০০.পের আওতায় ৯টি একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবন, ৫টি ছাত্রাবাস, ৩টি ছাত্রীনিবাস, ৬টি পুরুষ ডরমেটরী, ৬টি মহিলা ডরমেটরী, ক্যাফেটরিয়া, জিমনেসিয়াম, অডিটরিয়াম, লাইব্রেরী, প্রিন্সিপাল কোয়াটার এবং মসজিদ নির্মাণ করা হবে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ১.০০ লক্ষ টাকা। নির্মাণ কাজের প্রাক্কলন প্রস্তুত কার্যক্রম চলছে।

- চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের (সিভাসু) উদ্যোগে রাজধানী ঢাকার পূর্বাচলে দেশের প্রথম পোষাপ্রাণি হাসপাতালের যাত্রা শুরু হয়েছে । ২৮ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে

'টিচিং এন্ড ট্রেনিং পেট হসপিটাল এন্ড রিসার্চ সেন্টার' নামের এ হাসপাতালের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। ইন্টার্ন ও স্নাতকোত্তর ভেটেরিনারি ডাক্তারদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে অত্যাধুনিক ও বিশ্বমানের এই হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছে।

সেসিপ-এর আওতায়

- মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রি-ভোকেশনাল ও ভোকেশনাল কোর্স চালু। প্রথম পর্যায়ে পাইলট স্কিমের আওতায় ৬৪০টি বিদ্যালয়ে এ কার্যক্রম চালু হবে। সাধারণ ধারার শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত পাঠ্য বিষয়ের পাশাপাশি একটি ট্রেড শেখার সুযোগ পাবে। ইতোমধ্যে এতদ্‌সংক্রান্ত পরামর্শকগণ একটি খসড়া প্ল্যান দাখিল করেছেন এবং এটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। সেসিপ-এর আওতায় ৬৪০টি প্রতিষ্ঠানে প্রি-ভোকেশনাল ও ভোকেশনাল কোর্স চালুকরণের লক্ষ্যে ৬৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রিভোকেশনাল ও ভোকেশনাল ভবন নির্মাণের আওতায় ২৭টি প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। ৬০৯টি প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৬০শতাংশ। অবশিষ্ট ৪টি প্রতিষ্ঠানের দরপত্র প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;
- আন্ডারসার্ভড এলাকায় ১০০টি মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ৯৫টি প্রতিষ্ঠানের নতুন শ্রেণিকক্ষ নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৫টির নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে;

- ৫তলা বিশিষ্ট বান্দরবান জেলা শিক্ষা অফিস ভবনের ৪র্থ তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন, অগ্রগতি ৪৭শতাংশ। ৪৬ টি জেলা শিক্ষা অফিসের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তন্মধ্যে ২২টি অফিসের কাজ সম্পন্ন করে হস্তান্তর করা হয়েছে। অবশিষ্ট ২৪টির কাজের অগ্রগতি ৬৫শতাংশ;

- জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)-এর বুদ্ধিজীবী হোস্টেল-এর চারতলা উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ এবং দু'টি শ্রেণিকক্ষ সংস্কার করা হয়েছে;

- মাউশি অধিদপ্তরের ২০তলা ভবন নির্মাণের জন্য প্রস্তুতকৃত ৩টি ডিজাইনের মধ্যে ১টি ডিজাইন নির্বাচিত হয়েছে। এ সম্পর্কিত পরামর্শক ফার্ম Heerim Architects & Planner Co. Ltd., Korea প্রস্তাবে সম্মতি প্রদানের জন্য এডিবি'তে প্রেরিত হয়েছে;

সরকারি কলেজসমূহে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে-

- ৬ তলা ভবন- উপজেলা পর্যায়ে ৯৯টি (৮৮টি ভবনের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন, অবশিষ্ট ১১টি ভবনের টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন)

- হোস্টেল- ৪৭টি (১৬টি হোস্টেলের টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন এবং বাকি ৩১টি হোস্টেলের টেন্ডার আহ্বান করা হবে)

- উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ- ১৮টি (৩টি কলেজে উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারনের টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন, ১টি কলেজে টেন্ডার আহ্বান করা হবে)

- মেরামত ও সংস্কার- ৬টি (টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন)

- ১০ তলা ভবন- সিটি কর্পোরেশন ও নির্বাচিত জেলা সদর ৭৭টি (একনেকে অনুমোদনের অপেক্ষায়)

- প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের (পিআইইউ) জন্য মোট ১৯টি (২টি ল্যাপটপ, ৩টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, প্রিন্টার ২টি, স্ক্যানার ১টি, ৩টি ইউপিএস, সিমসহ ৮টি মডেম) কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয় করা হয়েছে।

- ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী সরাসরি ১ জন হিসাবরক্ষক (গ্রেড-১১) ও ১জন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর (গ্রেড-১৬) নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর (গ্রেড-১৬) পদে নির্বাচিত প্রার্থী/প্যানেলভুক্ত প্রার্থী যোগদান না করায় ১টি পদ শূণ্য রয়েছে যার নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান।

- ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী সরকারি কলেজসমূহে ক্যাডার পদে বিভিন্ন স্তরে (অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক) মোট ৮৬২৫টি পদ সৃজনের কমিটি অনুমোদনসহ কার্যক্রম চলমান।

- ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী ৪৭টি হোস্টেলের ৬১১টি পদে রাজস্ব খাতে জনবল নিয়োগের কমিটি অনুমোদনসহ কার্যক্রম চলমান।

- তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩৪৫৪০.০০ লক্ষ টাকা (৯৯.৯৫শতাংশ) ৫১০টি কলেজের ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত এবং ৪৭৫টি কলেজের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও এ প্রকল্পের আওতায় ৪৫০টি কলেজে আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে।

ছবি: ভেন্ডাবাড়ী ডিগ্রী কলেজ পীরগঞ্জ ,রংপুর এ নির্মিত ভবনসমূহ

সিলেট, বরিশাল ও খুলনা শহরে ৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ৩টি বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ ৬০শতাংশ সম্পন্ন এবং এ বিদ্যালয়সমূহে আসবাবপত্র, শিক্ষা উপকরণ,খেলাধুলার সামগ্রী এবং অফিস যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। ৩টি বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মচারীর পদ রাজস্ব খাতে সৃষ্টি করা হয়েছে।

* ৪টি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বাসভবনের ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে ফিনিশিং কাজ চলছে। অগ্রগতি ৯০শতাংশ|
* ৩টি বিদ্যালয়ের প্রধান ফটক নির্মাণ কাজ চলছে। অগ্রগতি ৪৫শতাংশ।
* ৬টি বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণের অগ্রগতি অগ্রগতি ৫০শতাংশ।
* ৭টি বিদ্যালয়ের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণের অগ্রগতি ৭৫শতাংশ

ছবি : নির্মিত একাডেমিক ভবন এবং শ্রেণিকক্ষ

শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৬৪টি জেলার ৭০টি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট সরকারি কলেজে (প্রতিটি জেলায় ১টি করে, ব্যতিক্রম ঢাকা জেলায় ৫টি ও চট্টগ্রাম জেলায় ৩টি) মোট ২১৯টি নতুন ভবন নির্মাণ এবং ৭৯ টি হোস্টেল ভবন (৫৮টি ছাত্রী হোস্টেল এবং ২১ টি ছাত্র হোস্টেল) নির্মাণ করার লক্ষ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজসমুহের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১১০টি নতুন ভবনের কাজ চলমান ছিল। এখাতে ১৭০০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ১১০টি ভবনের মধ্যে প্রতিবেদনাধীন বছরে ২৫টি ভবনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২৫টি নতুন ভবনের মধ্যে ৮৬৩.৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৫টি নতুন ভবনের আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। ৭০টি হোস্টেল ভবনে তৈজসপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে হোস্টেলসমূহের জন্য ০৭টি প্যাকেজে তৈজসপত্র ক্রয়ের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং নবনির্মিত হেস্টেলসমূহের জন্য আসবাবপত্র ক্রয়ে ই-জিপির মাধ্যমে আহ্বানকৃত প্যাকেজে মূল্যায়ন চলছে (১০০শতাংশ সম্পন্ন)।

ছবি : দিনাজপুর গভ. কলেজ

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন ৩২০টি একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজের আওতায় আজিমপুর গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজে পাঁচ তলা ভিতে পাঁচ তলাবিশিষ্ট মাল্টিপারপাস ভবন নির্মাণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং ইতোমধ্যে তৃতীয় তলায় ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। ৬৬ টি বিদ্যালয়ে একটি করে (৬ তলা ভিতে ৬ তলা ভবন) ৬৬টি বিদ্যালয়ে নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণের নিমিত্ত দরপত্র ইতোমধ্যে আহ্বান করা হয়েছে।

ঢাকা শহর সন্নিকটবর্তী এলাকায় ১০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ১০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের নির্দেশনা রয়েছে। সে মোতাবেক ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় ০৩টির জমি বন্দোবাস্ত করার জন্য নির্ধারিত থাকলেও কেরাণীগঞ্জের পশ্চিমদী মৌজায় ০১টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ২.০০ একর জমি বন্দোবাস্ত সম্পন্ন হয়েছে। নির্মাণ কাজ শুরু করার জন্য ১৪/০৩/২০১৯ তারিখে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (ইইডি) কে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। নির্মাণ কাজ এখনও শুরু করা হয়নি। পূর্বাচলে ২.০০ একর জমি বন্দোবস্তের জন্য রাজউক'কে অর্থ প্রদান করা হয়েছে এবং রেজিষ্ট্রেশন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। অন্য ০৮ টির জমির অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।

ঢাকা মহানগরীতে ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ০৬টি মহাবিদ্যালয় (সরকারি) স্থাপন প্রকল্প :

ঢাকা মহানগরীতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অভিপ্রায় অনুসারে ২০১০ সালের জুলাই মাস থেকে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, স্বাধীনতা লাভের পর দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হলেও এ প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে ঢাকা মহানগরীতে নতুন কোন সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়নি। তাই, স্বাধীনতার পর প্রায় ৪০ বছর ধরে কিছু পুরাতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করন বা নাম পরিবর্তন করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জরাজীর্ন অবকাঠামো এবং অপ্রতুল শিক্ষা সুবিধা দিয়ে কোনোভাবেই ঢাকা মহানগরীর বর্ধনশীল জনগোষ্ঠীর জন্য কাম্য শিক্ষা সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব ছিলনা। এমতাবস্থায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ঢাকা মহানগরীর সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানবিহীন থানাসমূহে সরকারিভাবে ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ০৬টি মহাবিদ্যালয় স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, এ প্রকল্পটি জুন ২০১৯ মাসে সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে ১৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (১১ টি স্কুল এবং ০৬টি কলেজ) জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন ১৭টি ৬ তলা বিশিষ্ট বৃহৎ এবং দৃষ্টিনন্দন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে, যেখানে বর্তমানে প্রায় ১৩০০০ শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত।

- ১৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিটিতে একটি করে প্রশস্ত খেলার মাঠ, শহীদ মিনার, ছাত্র-ছাত্রীগনের জন্য পৃথক কমনরুম, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী বান্ধব প্রবেশদ্বার, সমৃদ্ধ পাঠাগার ও বিজ্ঞানাগারসহ একটি করে অভ্যন্তরীন মিলনায়তন রয়েছে।

- সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ে ১৭টি প্রতিষ্ঠানের প্রতিটিতে ১টি করে লিফট, জেনারেটর এবং আইসিটি ল্যাবে ০২টি করে এসি সংযোজন করা হয়েছে।

- শিক্ষা কার্যক্রম চালু হওয়া ১৭টি প্রতিষ্ঠানের প্রতিটিতে কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রী, অফিস সরঞ্জাম, বিজ্ঞানাগারের যন্ত্রপাতি, খেলাধুলা সামগ্রী, বুকস্ এন্ড রেফারেন্স ম্যাটেরিয়ালস ও লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস সরবরাহ করা হয়েছে।

- শিক্ষা কার্যক্রম চালু হওয়া ১৭টি প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রকল্প দলিলের সংস্থান অনুযায়ী শিক্ষার্থীগনের জন্য ৬১২০ জোড়া বেঞ্চসহ সকল প্রকার আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে।

- প্রকল্পভুক্ত মোট ১৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৪টি'র প্রতিটিতে ১টি করে ৩০ আসন বিশিষ্ট অত্যাধুনিক আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

- ১৭টি প্রতিষ্ঠানের ১৪টি'র সকল শ্রেণিকক্ষকে (প্রতি প্রতিষ্ঠানে ১৭টি করে শ্রেণি কক্ষ) মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম হিসেবে রূপান্তরের জন্য স্মার্টবোর্ড, প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, মডেমসহ সকল প্রকার ডিজিটাল আইটেম সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়েছে।

- এ প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনার জন্য ০৪টি মহাবিদ্যালয়ের ১৯৮টি (অধ্যক্ষ-০৪ + সহকারী অধ্যাপক-৬২+প্রভাষক-৮০+শরীরচর্চা শিক্ষক-০৪+প্রদর্শক-০৮+কর্মচারী-৪০) এবং ১০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৩১০টি (প্রধান শিক্ষক- ১০ + শিক্ষক- ২৪০ + কর্মচারী-৬০) সর্বমোট ৫০৮ টি পদ সৃজন করা হয়েছে। সৃজিত পদসমূহের বিপরীতে জনবল পদায়ন করা হয়েছে।

- ২০১৮ এবং ২০১৯ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষা কার্যক্রম চালু হওয়া ০৩টি প্রতিষ্ঠানের ৮১টি পদ সৃজনের প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে। এমাসেই মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ থেকে চূড়ান্ত জিও জারি হবে। এছাড়া ঢাকা উদ্যান সরকারি মহাবিদ্যালয়ের ১০টি পদের চূড়ান্ত জিও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন হলে জারি হবে।

- আরডিপিপি'র নির্দেশনা অনুযায়ী ৫২১ জনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪০১ জন শিক্ষকের প্রকল্প কর্তৃক ডিজিটাল সামগ্রী ব্যবহার বিষয়ক ০৬ দিনের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করা হয়েছে।

- জুলাই ২০১০ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত প্রকল্প ব্যয় ২১০৮৪.৫০ (দুইশত দশ কোটি চুরাশি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) লক্ষ টাকা। প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ২৯৩০৫.২৩ (দুইশত তিরানব্বই কোটি পাঁচ লক্ষ তেইশ হাজার) টাকার বিপরীতে অগ্রগতির হার ৭১.৯৫শতাংশ। উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ

প্রতিষ্ঠানের ভূমি প্রতীকি বা নামমাত্র মূল্যে আহরিত হওয়ায় গাণিতিকভাবে প্রকল্পের অগ্রগতির হার কম হলেও প্রকৃত অগ্রগতির হার প্রায় ১০০শতাংশ।

- তিনটি প্রতিষ্ঠানের (দুয়ারিপাড়া সরকারি মহাবিদ্যালয়, রূপনগর, ঢাকা; সবুজবাগ সরকারি মহাবিদ্যালয়, ঢাকা এবং সবুজবাগ সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা) এর জন্য ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়ায় দরপত্র আহ্বান করা হলেও সময় স্বল্পতার কারণে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শেষে NOA না দিয়ে দরপত্র বাতিল করতে হয় বিধায় উপরিউক্ত তিনটি প্রতিষ্ঠানে আইসিটি ল্যাব এবং মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম হিসেবে রূপান্তরের জন্য স্মার্টবোর্ড, প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, মডেম সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি।

ছবি : ৬/১১ প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত সবুজবাগ সরকারি মহাবিদ্যালয়

ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম এন্ড নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটিজ (NAAND) :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক দেশের অটিজম ও এনডিডি শিশুদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা এবং তাদেরকে শিক্ষার মূলধারায় সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় অটিজম একাডেমি নির্মাণের লক্ষ্যে ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম এন্ড নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটিজ (NAAND) শীর্ষক প্রকল্পটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। অটিজম ও এনডিডি শিক্ষার্থীদের সীমিত পরিসরে সরাসরি সেবা প্রদানের জন্য একাডেমির কার্যক্রম স্বল্প পরিসরে শুরু করার লক্ষ্যে প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে ডিপিপি (২য় সংশোধনী) সংশোধনের প্রস্তাব গত ৩০/১০/২০১৮ তারিখে একনেক (ECNEC) সভায় পাস হয় এবং ২২/১১/২০১৮ তারিখে জিও জারি হয়। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো-একটি জাতীয় একাডেমি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের সকল অটিজম ও এনডিডি শিক্ষার্থীদের

শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা। ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম এন্ড নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটিজ (NAAND) (প্রকল্পটির (২য় সংশোধনী) মাধ্যমে প্রস্তাবিত একাডেমির বিভিন্ন ইউনিটসমূহ হলো :

- একাডেমির অবকাঠামো নির্মাণ করা;
- শিক্ষক/অভিভাবক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা;
- ২০০ জন এএসডি ও এনডিডি শিক্ষার্থীর (১০০ জন ছাত্রী ও ১০০ জন ছাত্র) জন্য আবাসিক ব্যবস্থা;
- ২০০ জন এএসডি ও এনডিডি শিক্ষার্থীর জন্য স্কুলিং;
- ভোকেশনাল ও টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণ ইউনিট ;
- বহি: বিভাগ সেবা, শিক্ষাগত এ্যাসেসমেন্ট ও অন্যান্য সেবা;
- আইটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা;
- অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের জন্য কাউন্সেলিং সেবার সুযোগ সৃষ্টি করা;
- শিশু-নিউরোলজি বিভাগ ও থেরাপী সেন্টার;
- খেলার মাঠ, জিমনেশিয়াম, অডিটোরিয়াম ও সুইমিং পুল।
- এডভোকেসি, নেটওয়ার্কিং ও গবেষণা সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা।
- ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের ৫ (পাঁচ) দিনব্যাপী অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণের ৬৮টি ব্যাচের মাধ্যমে মোট ২,৭২০ জন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/সহকারী প্রধান শিক্ষক ও অটিজম ও এনডিডি শিশুর অভিভাবককে অটিজম ও এনডিডি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সারাদেশে দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্কশপের মাধ্যমে মোট ১১২ টি উপজেলায় মোট ১১,২০০ জন বিদ্যালয়ের শিক্ষক, সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী, অটিজম ও এনডিডি শিশুর অভিভাবক, জন প্রতিনিধি, মিডিয়াকর্মী ও সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে অটিজম ও এনডিডি বিষয়ে সচেতন করা হয়েছে। ন্যাশনাল স্ট্রাটেজিক প্লান ফর নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার ২০১৬-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৩১ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে ম্যানুয়াল চুড়ান্তকরণের জন্য নায়েম, ঢাকায় দিনব্যাপী একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

ছবি : উপজেলা পর্যায়ে দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্কশপ কার্যক্রম ও ম্যানুয়াল চুড়ান্তকরণ বিষয়ক কর্মশালা

১২ তম বিশ্ব অটিজম দিবস পালন

২ এপ্রিল "১২তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস-২০১৯" উদযাপন উপলক্ষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্লু-লাইট প্রজ্জলনের জন্য এবং সক্ষমতার ভিত্তিতে অটিজম বিষয়ক অনুষ্ঠান ও র‍্যালি আয়োজন করা হয়।

ছবি : ১২তমবিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস-২০১৯

সহশিক্ষা কার্যক্রম :

বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ক্রীড়া সমিতি কর্তৃক আয়োজিত ৪৮তম শীতকালীন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা জাতীয় পর্যায়ে ২১ হতে ২৬ জানুয়ারি ২০১৯ এম এ আজিজ স্টেডিয়াম, চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত খেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা: দীপু মনি এম.পি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি, মাননীয় উপমন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জনাব মো. সোহরাব হোসাইন, সিনিয়র সচিব মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ ও জনাব মুনশী শাহাবুদ্দীন আহমেদ, সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক,মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ।

৪৮তম শীতকালীন-২০১৯ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় **মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা: দীপু মনি এম.পি.** এবং শিক্ষার্থীগণ।

সমগ্র বাংলাদেশের মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক পর্যায়ের (স্কুল, মাদ্রাসা ও ভোকেশনাল) সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীকে চারটি অঞ্চলে ভাগ করে উপজেলা হতে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত উক্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। যথা :

১ম: প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে	২য়: উপজেলা হতে জেলা
৩য়: জেলা হতে উপ-অঞ্চল	৪র্থ: উপ-অঞ্চল হতে অঞ্চল
৫ম : অঞ্চল হতে জাতীয় পর্যায়ে।	

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষক/শিক্ষিকাদের নিয়ে রিফ্রেসার টেনিং কোর্স

মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসার শারীরিক শিক্ষা শিক্ষকদের ২৯তম রিফ্রেসার ট্রেনিং কোর্স ১০ হতে ১৬ মার্চ ২০১৯ সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ, মোহাম্মদপুর, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সিলেট ও কুমিল্লা অঞ্চলের ০৭টি জেলার মোট ১০০ জন শিক্ষক/ শিক্ষিকা এই কোর্সে অংশগ্রহণ করেন।

জাতীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন ও রানারআপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহকে ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান অনুষ্ঠান :

প্রত্যেক বছরের ন্যায় ২০১৮-২০১৯ আর্থিক সালে বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল,মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতির পক্ষ হতে জাতীয় পর্যায়ে ৪৭তম গ্রীষ্মকালীন-২০১৮ ও ৪৮তম শীতকালীন-২০১৯ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের খেলোয়াড়দের প্রাইজ টোকেন মানি এবং যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান **জাতীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন/রানার-আপ** এর গৌরব অর্জন করে সে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-কে ক্রীড়া সামগ্রী ও প্রতিষ্ঠান প্রধান/শারীরিক শিক্ষা শিক্ষকদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের **মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ দীপু মনি** এম.পি. । বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন **জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী** এম.পি, **মাননীয় উপমন্ত্রী,** শিক্ষা মন্ত্রণালয়, **জনাব মো. সোহরাব হোসাইন,** সিনিয়র সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ ও **মুনশী শাহাবুদ্দীন আহমেদ**, সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সভাপতিত্ব করেন **প্রফেসর ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক,** মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ।

অন্যান্য

- শুদ্ধাচার চর্চার উত্তম দৃষ্টান্ত হিসেবে বিএনসিইউতে I.N.T.E.G.R.I.T.Y (I need to be Truthful. Ethical, Generous, Reliable, Innovation, Tolerant and Yielding) Corner চালু করা হয়েছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ১৫ নভেম্বর ২০১৮ এটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। এ কর্নারের উদ্দেশ্য হচ্ছে সেবা গ্রহীতাদের মাঝে সততা-নৈতিকতা অনুশীলনে অনুপ্রাণিত করা যাতে তারা অন্যের/জনগণের স্বত্বাধিকারের পণ্য-সম্পদ- সেবা অনুমতি ব্যতীত বা অন্যায়ভাবে ভোগ-দখলের স্পৃহা থেকে নিবৃত্ত থাকে। গত ২০১৮ সালের ২৪ ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কপিরাইট অফিস হতে এ বিষয়ে বিএনসিইউ কপিরাইট সনদ অর্জন করে।

বিএনসিইউ'র INTEGRITY কর্ণার

- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে Capacity building for Education (CapED) এর আওতায় ব্যানবেইস পরিচালিত National Strategy for the Development of Education Statistics and Action Plane (NSDES & AP) প্রস্তুতের লক্ষ্যে National Indicator Framework (NIF) খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। যা ডেটা স্টিয়ারিং কমিটির সভায় উপস্থাপনের জন্য প্রক্রিয়াধীন। এরই ধারাবাহিকতায় Data Mapping (Data gaps and Needs Assesment) করা হয়েছে এবং Data Quality Assesment Framework (DQAF) করা হয়েছে। NIFএবং Data Mappingডেটা টেকনিক্যাল কমিটি ও স্টেকহোল্ডারদের সাথে Share করা হয়েছে। আগস্ট ২০১৮ NSDES & APএর খসড়া প্রস্তুত করে দক্ষিণ এশিয়ার পরিসংখ্যান বিষয়ক উপদেস্টা Mr. Sailandoa Sigdelএর সাথে Share করা হয়েছে। পরবর্তীতে National Consultation workshop এর মাধ্যমে চূড়ান্ত করে Data Steering কমিটিতে approvalএর জন্য উপস্থাপন করা হবে;

- ২০১৩ সন থেকে ব্যানবেইস ই-সার্ভে সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে অন-লাইনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরিপ সম্পন্ন করছে। ২০১৮ সনে অন-লাইনে সফ্টওয়্যার এর মাধ্যমে ১০ ধরনের তথ্য সংগ্রহ করে ৪১৯০৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জরিপ সম্পন্ন করেছে। সংগৃহীত তথ্য ক্লিনিং ও চেকিং এর পর

কম্পিউটারে তথ্য বিশ্লেষণ ও আউটপুট প্রণয়ন করে 'বাংলাদেশ এডুকেশন স্ট্যাটিসটিকস'(BES) নামে বার্ষিক শিক্ষা পরিসংখ্যান প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। ব্যানবেইস ২০১৮ সনে পোস্ট-প্রাইমারি স্তরের ১৪৬টি ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলের পূর্ণাঙ্গ তালিকা এবং শিক্ষক শিক্ষার্থী সম্পর্কিত প্রোফাইল তৈরি এবং তা প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করেছে;

- সরকারি কর্ম-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) দেশের ৪৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। ২০ জুন ২০১৯ তারিখে ইউজিসি অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত এই চুক্তির মূল উদ্দেশ্য দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং উৎকর্ষ সাধন করা;

- প্রতিষ্ঠানগত উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ে দিনব্যাপী এক কর্মশালা ০৬ জানুয়ারী ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। ইউজিসি ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের এ প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে যাতে সংশ্লিষ্ট সেবা সহজে ও কার্যকরীভাবে গ্রহীতার কাছে পৌঁছায়;

- ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক (এনকিউএফ) বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। কোয়ালিটি এসিউরেন্স ইউনিট (কিউএইউ), হেকেপ এবং ইউজিসি'র যৌথ উদ্যোগে এই ফ্রেমওয়ার্ক রচিত। উচ্চশিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে আলোচনা এবং বিভিন্ন দেশের অনুরূপ দলিলের পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটি প্রস্তুত করা হয়েছে। এই ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক গতিশীলতা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে এবং বৈশ্বিক পরিমন্ডলে উচ্চশিক্ষায় বাংলাদেশের মর্যাদাক্রম উন্নত হবে;

- ইউনেস্কো পার্টিসিপেশন প্রোগ্রাম ২০১৮-২০১৯ এর আওতায় অনুমোদিত ৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে;

Bangladesh Education Statistics 2018প্রকাশনা বিষয়ক কর্মশালায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি,এম.পি. ও মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী,এম.পি.

- বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি)-এর প্রাক্তন মাননীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল মান্নান-এর নেতৃত্বে ৮ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ–এর নিকট বঙ্গভবনে ১৯ অক্টোবর ২০১৮ ইউজিসি'র বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১৭ হস্তান্তর করেন। ইউজিসি কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনে দেশের পাবলিক-প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও কমিশনের ২০১৭ সালের সার্বিক কর্মকান্ডের তথ্য-উপাত্ত ও পরিসংখ্যান সন্নিবেশ করা হয়েছে;

নায়েম এর উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী :

- রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন কল্পে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম তথা - বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, সেবা পদ্ধতি সহজীকরন, নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন, ই-নথির ব্যবহার প্রবর্তন, অভিযোগ নিষ্পত্তি, তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ, SDG বাস্তবায়ন এবং নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের জন্য একাডেমির ১০(দশ) জন কর্মকর্তাকে ন্যস্ত করা হয়েছে;

- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (Sustainable Development Goal) কার্যক্রম সফলভাবে সম্পাদনের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান;

- টিওএন্ডইভুক্ত ০১ টি নতুন মাইক্রোবাস ক্রয় করা হয়েছে;

- টিওএন্ডইভুক্ত করে আরোও ০৯ টি যানবাহন সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান;

- ক্লাস রুম অটোমেশন এর জন্য আসবাবপত্র, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, তথ্য প্রযুক্তি ও অন্যান্য সরঞ্জাম, ৪টি শ্রেণিকক্ষ ও ০৪(চার)টি ওয়াশরুম জোন আধুনিকায়ন করা হয়েছে;

- নায়েম মেডিকেল ইউনিটের জন্য ০৪টি আধুনিক বেডসহ প্রয়োজনীয় ঔষধ-সামগ্রী ক্রয় করা হয়েছে;

- প্রশাসনিক ভবনের ৮-১৩ তলা ঊর্ধমূখী সম্প্রসারণ কাজ শুরু হয়েছে।